শ্রীরূপ ও অনুপমের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪২ ॥

প্রভুর কাশী-আগমন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৩ ॥

বৈদ্য শেখরের স্বপ্নানুসারে প্রভুকে দর্শন ও স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৪ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রভুকে তপনমিশ্রের এবং বলভদ্রকে চন্দ্রশেখরের নিমন্ত্রণ ঃ—

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৭ ॥

কাশীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
"এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি' ॥ ২৪৮ ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥" ২৪৯ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-হেতু প্রভুর ভক্ত-প্রার্থনায় সম্মতি ঃ—

প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥' ২৫০ ॥

প্রভুর তপনমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ঃ—

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫১ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫২ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রবণে চৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন,—'মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন।' বন্দিশাল-রক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া-পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎসমীপে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থরূপ জানিয়া ভূঞাকে প্রদান করিয়া তিনি পর্ব্বতময় দেশ অতিক্রম করিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে তদীয় ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট-কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপন্ন করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়-রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ-সকলের বিচার করিয়া দিলেন ; অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যা-বেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড-বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

বন্দী সনাতনের শ্রীরূপের নিকট হইতে
পূর্ব্বোক্ত পত্র-প্রাপ্তি ঃ—

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞিির পত্রী আইল হেনকালে ॥ ৩ ॥

সনাতনের আনন্দ ও কারারক্ষককে চাটূক্তি ঃ—

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৪ ॥
"তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্ ।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৫ ॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া ।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৬ ॥

প্রত্যুপকার প্রার্থনা ঃ—

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥

শুদ্ধহরিভজনার্থ লৌকিক সুনীতি-বিগর্হিত চেষ্টাকেও সনাতনের
অনুকূলরূপে নিয়োগ,—উহাই সত্য-ধর্ম্ম ঃ—

পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার ।
পুণ্য, অর্থ,— দুই লাভ হইবে তোমার ॥" ৮ ॥

কারারক্ষকের রাজভয় ঃ—

তবে সেই যবন কহে,—"শুন, মহাশয় ।
তোমারে ছাড়িব, কিন্তু করি রাজভয় ॥" ৯ ॥

সনাতনের পরামর্শদান ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি না কর রাজভয় ।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি' আওয়য় ॥ ১০ ॥
তাঁহারে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল ।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥
অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল ।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাঁহা বহি' গেল ॥ ১২ ॥
কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব ।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥"১৩ ॥

কারারক্ষকের অসন্তোষ ; তাহাকে অধিকতর উৎকোচদান-চেষ্টা ঃ—

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা ।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥ ১৪ ॥

সনাতনের কারামুক্তি ঃ—

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥

ঈশান-সহ সনাতনের পাতড়া-শৈলে আগমন ঃ—

গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাঁহা যাইতে ।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্ব্বতে ॥ ১৬ ॥

দস্যুদলপতি-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঁঞি গেলা ।
'পর্ব্বত পার কর আমায়'—বিনতি করিলা ॥ ১৭ ॥

সামুদ্রিক-মুখে দস্যুপতির সনাতন-সমীপে অর্থের সন্ধান
প্রাপ্তি ও সনাতনকে হত্যাসঙ্কল্প ঃ—

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা ।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি' এই কথা ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৩। পত্রী—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা-গ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীরূপ বাক্‌লা হইতে লিখিয়া গৌড়ের বন্দিশালে সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্লোকে মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সঙ্কেত থাকায় রূপগোস্বামীর পত্রী বলিয়া উহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ;—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।।"**

৫। জিন্দাপীর—জীবিত পীর।

১২। দাড়ুকা—বেড়ী।

অনুভাষ্য

১। যৎপ্রসাদাৎ (যস্য কৃপয়া) নীচঃ (বিষয়ী) অপি ভক্তি-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রলেখকঃ) স্যাৎ, তম্ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ (অশেষাপূর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণং) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ অহং বন্দে।

৬। 'গোসাঞা'—খোদা, ভগবান্।

১০। লেউটি' আওয়য়—ফিরিয়া আসেন। 'লৌট্ আওয়য়ে'—পশ্চিমদেশীয় হিন্দী ভাষা।

---

* *যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে, রঘুপতিরই বা উত্তরকোশলা (অযোধ্যা) কোথায় গিয়াছে—ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া মন স্থির করুন এবং এই দৃশ্যমান্ জগৎ নিত্য নহে,—ইহা অবগত হউন।*

"ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয় ।"
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৯ ॥

সনাতনকে দস্যুর আদরাপ্যায়ন ; সনাতনের স্নান-ভোজন ঃ—

"রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া ।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥" ২০ ॥
এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান ।
সনাতন আসি' তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২১ ॥
দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে ।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥ ২২ ॥

সনাতনের সন্দেহ ও আশঙ্কা, ঈশানের নিকট অর্থ-সন্ধানাবগতি ঃ—

'এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল ?'
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
"তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ।"
ঈশান কহে,—"মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥" ২৪ ॥

ঈশানকে ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' সনাতন তারে করিলা ভর্ৎসন ।
"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম ?" ২৫ ॥

দস্যুকে অর্থপ্রদান ও সাহায্য প্রার্থনা ঃ—

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥ ২৬ ॥
"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার ॥ ২৭ ॥
রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি ।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি ॥" ২৮ ॥

দস্যুর হত্যা-সঙ্কল্প হইতে নিষ্কৃতি ; অর্থগ্রহণে অস্বীকার ও সাহায্যাঙ্গীকার ঃ—

ভূঞা হাসি' কহে,—"আমি জানিয়াছি পহিলে ।
অষ্ট-মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্র্যে ।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে ॥ ৩০ ॥
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি, মোহর না লইব ।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা' পার করি' দিব ॥" ৩১ ॥
গোসাঞি কহে,—"কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি' ।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥" ৩২ ॥

দস্যুর সনাতনকে পর্ব্বতোত্তরণে সাহায্য ঃ—

তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥

সনাতনের ঈশানকে সম্বল-জিজ্ঞাসা ও দেশে প্রেরণ ঃ—

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিলা ঈশানে ।
"জানি,—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥" ৩৪ ॥
ঈশান কহে,—"এক মোহর আছে অবশেষ ।"
গোসাঞি কহে,—"মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ ॥"৩৫॥

অকিঞ্চন নিঃসম্বল সনাতনের একাকী গমন ঃ—

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা ।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥

হাজিপুরে আগমন ঃ—

চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ ৩৭ ॥

তথায় স্বস্বপতি-রাজসেবক শ্রীকান্তসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

সেই হাজিপুরে রহে,—শ্রীকান্ত তাহার নাম ।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥ ৩৯ ॥

সনাতন-সহ কথোপকথন ঃ—

টুঙ্গির উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল ।
রাত্র্য একজন-সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥ ৪০ ॥
দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪১ ॥

সনাতনকে অবস্থান-জন্য শ্রীকান্তের অনুরোধ ঃ—

তেঁহো কহে,—"দিন-দুই রহ এইস্থানে ।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥" ৪২ ॥

সনাতনের অসম্মতি ও গঙ্গাপার করিতে অনুরোধ ঃ—

গোসাঞি কহে,—"একক্ষণ ইহা না রহিব ।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥" ৪৩ ॥

সনাতনকে ভোটকম্বল-প্রদান ও গঙ্গাপারকরণ ঃ—

যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
গঙ্গা পার করি' দিল—গোসাঞি চলিল ॥ ৪৪ ॥

সনাতনের কাশীতে আগমন ঃ—

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।
শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। হাজিপুর—গঙ্গা-নদীর ও গণ্ডক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপরপারে হাজিপুর।

অনুভাষ্য

২২। দুই উপবাসে—দুইদিন উপবাস করিয়া।

২৪। হয়—আছে ; পশ্চিমদেশীয় হিন্দী-ভাষায় 'হ্যায়'।

চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত ঃ—

চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা ।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬ ॥

বাহ্যবেষ-নিরপেক্ষ প্রকৃত বৈষ্ণব সনাতনকে আনয়নার্থ শেখরকে আদেশ ঃ—

"দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' হয়, বোলাহ তাঁহারে ।"
চন্দ্রশেখর দেখে, 'বৈষ্ণব' নাহিক দ্বারে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনের বহির্বৈষ্ণব-বেষ না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

"দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি"—প্রভুরে কহিল ।
'কেহ হয়?' করি' প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥

দরবেশবেষী সনাতনকে আনিতে প্রভুর আদেশ ঃ—

তেঁহো কহে,—"এক 'দরবেশ' আছে দ্বারে ।"
'তাঁরে আন' প্রভুর বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥ ৪৯ ॥

সনাতনকে চন্দ্রশেখরের 'দরবেশ' বলিয়া সম্বোধন ঃ—

"প্রভু তোমায় বোলায়, আইস, দরবেশ!"
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥

সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আলিঙ্গন ঃ—

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা ।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥

আলিঙ্গনফলে সনাতনের প্রেম ও দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন ।
'মোরে না ছুঁইহ'—কহে গদগদ-বচন ॥ ৫২ ॥

প্রভু ও সনাতন, উভয়েরই প্রেম-ক্রন্দন, চন্দ্রশেখরের বিস্ময় ঃ—

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার ।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥

সস্নেহে সনাতনকে নিজসমীপে আসনপ্রদান ঃ—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা ।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥ ৫৪ ॥

স্বহস্তে সনাতনাঙ্গ-মার্জ্জন, সনাতনের দৈন্যোক্তি ঃ—

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন ।
তেঁহো কহে,—"মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে মহাভাগবতোচিত গৌরব-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

৫৭। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর বধ-বৃত্তান্ত-বর্ণন-প্রসঙ্গে বধান্তে ভক্ত প্রহ্লাদকর্ত্তৃক ভগবান্ নৃসিংহের স্তব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (পদ্মনাভ-কৃষ্ণস্য পাদপদ্মাৎ বিমুখাৎ) দ্বিষড়্গুণযুতাৎ (পূর্ব্বশ্লোকোক্তাঃ ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাব বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ ইত্যাদয়ঃ যে দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাঃ, যদ্বা, "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।।" ইতি মহাভারতীয়-সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ-গুণাঃ, যদ্বা, "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জব-বিরক্তয়ঃ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ।।" ইতি মুক্তাফল-টীকোক্তা দ্বাদশগুণাঃ, ** তৈঃ যুক্তাৎ) বিপ্রাৎ অপি তদর্পিতমনো-বচনেহিতার্থপ্রাণং (তৎ তস্মিন্ অরবিন্দনাভে কৃষ্ণে অর্পিতাঃ মনঃ বচনং ঈহিতং কর্ম্ম অর্থঃ প্রাণশ্চ এতে যেন,

---

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা, তিনি (শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

---

* *শ্রীমদ্ভাগবতে "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্"-শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে যে 'দ্বিষট্' অর্থাৎ দ্বাদশগুণ কথিত হইয়াছে—"ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং অষ্টাঙ্গযোগ" ইত্যাদি; অথবা, মহাভারতের সনৎসুজাত-কথিত দ্বাদশগুণ—"ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, মাৎসর্য্যশূন্যতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য—ইহাই ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত।" অথবা, 'মুক্তাফল'-টীকায় কথিত দ্বাদশগুণ যথা,—"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বিষয়-বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য—এই দ্বাদশগুণ।"*

ভক্তসেবাতে নিয়োগফলেই সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা ঃ—

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

জগতে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত—সুদুর্ল্লভ ঃ—
হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৬১॥

কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; প্রভু স্বয়ংই সনাতনের বন্ধন-মোচন-লীলাভিনয়ের মূলসূত্রধর ঃ—

এত কহি' কহে প্রভু,—"শুন, সনাতন ।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার ।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥" ৬৩ ॥

সনাতনের প্রভুকে অভিন্নকৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

সনাতন কহে,—"কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে নিজবৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

'কেমনে ছুটিলা' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা ॥ ৬৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রূপ ও অনুপমের সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা ।
রূপ, অনুপম—দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥" ৬৬ ॥

তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর-সহ সনাতনের মিলন ঃ—

তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে ।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥

সনাতনকে তপনমিশ্রের নিমন্ত্রণ, সনাতনকে ক্ষৌরকরণার্থ প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভু কহে,—"ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন ॥" ৬৮ ॥

চন্দ্রশেখরকে সনাতনের অবৈষ্ণব-বেষ ত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণবোচিত বেষ ধারণ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা ।
"এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহারে লঞা ॥" ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল ; কেননা, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

তং) শ্বপচং বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠম্) অহং মন্যে ; [যতঃ] স (এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং) কুলং পুনাতি, ভূরিমানঃ (ভূরিঃ মানঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ বিপ্রঃ) তু [আত্মানমপি] ন [পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে ; অতো হীন ইতি ভাবঃ]।

অনুভাষ্য

৬১। ত্বাদৃশদর্শনং (ত্বাদৃশানাং ভবত্তুল্যানাং ভাগবতানাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-দর্শনং) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্ভ্যাং বীক্ষণকার্য্যস্য) ফলং (তাৎপর্য্যম্) ; ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গাত্রসঙ্গঃ অঙ্গস্পর্শঃ) তনোঃ (শরীরস্য ধারণকার্য্যস্য) ফলম্ ; ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গুণকীর্ত্তনং) হি (এব) জিহ্বা-ফলং (বাক্যোচ্চারণস্য প্রয়োজনম্) ; [অতঃ] লোকে (জগতি) ভাগবতাঃ (শুদ্ধভক্তাঃ) সুদুর্ল্লভাঃ (সুদুরাপাঃ) হি (এব)।

৬৩। মহা-রৌরব—জীবিকার্থে জন্তুবধকারী 'মহারৌরব' সংজ্ঞক নরক লাভ করে (ভাঃ ৫।২৬।১০-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অমৃতানুকণা—৬৮-৬৯। "মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল-বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ি রাখিবার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়াছিলেন। অতএব বাউল-বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে। এখন সাধারণের অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করায় সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতিরা মুসলমানের ফকির-বেষ ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে ও আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা মুসলমানের ফকিরের বেষধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহার প্রমাণ গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ-কারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহম্মদ-সম্প্রদায় বলিতে হইবে।'

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু' প্রবন্ধ। (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥

চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধানে সনাতনের অসম্মতি ঃ—

সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥

মধ্যাহ্নে তপনমিশ্র-গৃহে প্রভুর ভোজন, সনাতনের প্রভুভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে ।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥
পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা ।
"সনাতনে ভিক্ষা দেহ"—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
মিশ্র কহে,—"সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥" ৭৪ ॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা ।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা ॥ ৭৫ ॥

মিশ্রপ্রদত্ত নববস্ত্র-পরিধানে সনাতনের আপত্তি ঃ—

মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন ।
বস্ত্র নাহি নিলা, তেঁহো করে নিবেদন ॥ ৭৬ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পুরাতন বসন-গ্রহণে সনাতনের ইচ্ছা ঃ—

"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ।
নিজ পরিধান এক দেহ' পুরাতন ॥" ৭৭ ॥

একখণ্ড বস্ত্রকে দুইখণ্ড বহির্ব্বাস ও তদুচিত ডোর-কৌপীনে বিভাগ ঃ—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা ।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা ॥ ৭৮ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রসহ সনাতনের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে ॥ ৭৯ ॥

কাশীবাসকালে সনাতনকে বিপ্রের স্বগৃহে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ ঃ—

"সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥" ৮০ ॥

সনাতনের স্থূলভিক্ষায় অসম্মতি, মাধুকরী-ভিক্ষায় ইচ্ছা ঃ—

সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব??" ৮১ ॥

সনাতনের যুক্তবৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।
ভোটকম্বল-পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥ ৮২ ॥

ভোটকম্বল প্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া ছিন্নকন্থা-গ্রহণ ঃ—

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥ ৮৩ ॥
এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।
এক গৌড়ীয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে ॥ ৮৪ ॥
তারে কহে,—"ওরে ভাই, কর উপকারে ।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥" ৮৫ ॥
সেই কহে,—"রহস্য কর প্রামাণিক হঞা ?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা ??" ৮৬ ॥
তেঁহো কহে,—"রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী ।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥" ৮৭ ॥
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। ভদ্র করাঞা—ক্ষৌর করাইয়া অর্থাৎ দরবেশী দাড়ী-চুল ক্ষৌর করাইয়া সুবৈষ্ণব-বেষী করাইয়া।

অনুভাষ্য

৮৬। প্রামাণিক—বিচারাদর্শ-চরিত্র, পণ্ডিত।

অমৃতানুকণা—৭৮। "বাহ্যজগতে অক্ষজজ্ঞান-বাদীর জন্য বর্ণচিহ্ন ও আশ্রম-চিহ্নের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী চিহ্নমাত্র দেখিয়াই অনেক সময়ে প্রতারিত হন। প্রতারিত হইবার ফলে সিঁদুর মেঘ দেখিলেই যেরূপ গবাদি পশু ভীত হয়, সেইরূপভাবে বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হন। অন্তরানুধাবন-প্রবৃত্তির অভাবে এরূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পরমহংস হইতে পারেন, তখন তাঁহার বেষ দেখিয়া কেহ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব স্থির করিতে পারেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেষে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর বেষে পরিধানে কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির বেষে একদণ্ড ও কাষায় বস্ত্র। (সুতরাং) ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ডী সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্ম-ত্রিদণ্ড, জ্ঞান-ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি-নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেষ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রমবেষ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার তত্তৎচিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইবারও কেহ বাধা দিতে পারেন না। কাষায় বসন-মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। চিহ্নদ্বারা বা বেষগ্রহণ-রীতিদর্শনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া বৈষ্ণবকে কর্ম্মী বা জ্ঞানীমাত্র জানেন, তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবাপরাধী। কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি

প্রভুর ভোটকম্বল সম্বন্ধে জিজ্ঞাস, সনাতনের সব ঘটনা বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?"
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"ইহা আমি করিয়াছি বিচার ।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৯১ ॥

আচার ও প্রচারে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার উপদেশ ঃ—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস ।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥" ৯২ ॥

সনাতনের প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-প্রশংসা ঃ—

গোসাঞি কহে,—"যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥" ৯৩ ॥

সনাতনকে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৯৪ ॥

পূর্ব্বে প্রভুর শক্তি-বলে রায়ের প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদান-সামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিলা ॥ ৯৫ ॥

তদ্রূপ প্রভুর শক্তিসঞ্চারবলে সনাতনের প্রশ্ন, আর স্বয়ং প্রভুর উত্তর-প্রদান ঃ—

ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব'-নিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

সনাতনকে স্বয়ং প্রভুর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-কীর্ত্তন— (গ্রন্থকার-বাক্য—)

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্ ।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

'সনাতনশিক্ষা'-বর্ণনারম্ভ ; সদৈন্যে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাপূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ নিত্যসিদ্ধ সনাতনের বদ্ধজীবাভিনয়ে শিষ্যবৎ কীর্ত্তনবিগ্রহ জগদ্গুরু প্রভুর সমীপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥ ৯৮ ॥
"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, পতিত অধম ।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম !! ৯৯ ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি!
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥ ১০০ ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার ॥ ১০১ ॥

জীবের স্বরূপ ও বন্ধন-জনিত দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয় ॥ ১০২ ॥
'সাধ্য', 'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি ।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥" ১০৩ ॥

সনাতনকে নিত্যসিদ্ধজ্ঞানে শুধু বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থই প্রভুর উত্তর প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য

৯৩। কুবিষয়-ভোগ—পাপ-বিষয়-সেবা।

৯৭। স ঈশঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া (অতুল-করুণয়া) সনাতনায় (সনাতন-গোস্বামিনে) কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং (কৃষ্ণস্য স্বরূপং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরেশ্বর-সচ্চিদানন্দঘনাত্মক-কিশোর-শেখর-যশোদানন্দনত্বং, মাধুর্য্যম্ অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং, ঐশ্বর্য্যম্ অসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিকপ্রভুত্বং, ভক্তিরসশ্চ, তেষাম্ আশ্রয়ং—"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্" ইতি বচনোদ্দিষ্টং বস্তু তৎ এব) তত্ত্বম্ (অদ্বয়জ্ঞানম্) উপদিদেশ (উপদিষ্টবান্)।

১০০। গ্রাম্য-ব্যবহার—স্ত্রী-পুরুষগত লৌকিক-ব্যবহার।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য, স্বরূপঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসাশ্রয়-রূপ তত্ত্ব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

১০২-১০৩। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে এবং আমার কিরূপে হিত হয়? সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমার জ্ঞাতব্য বলুন।"

অনুভাষ্য

১০২। তাপত্রয়—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। (১) আধ্যাত্মিক তাপ

দেখাইয়া যাঁহারা বৈষ্ণবতাকে বিপন্ন করেন এবং ভজনের সন্ধান না রাখিয়া 'নবমীতে আলাবুভক্ষণ নিষেধ' প্রভৃতি বিধিই বৈষ্ণবাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারমতে 'ত্রিধাতুক কুণপ' লইয়াই প্রমত্ত—সুতরাং বৈষ্ণববেষ স্থির করিতে গিয়া (তাঁহারা) লোকদৃষ্টির অনুগমনে বৈষ্ণব চিনিতে অসমর্থ।"

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'গৌড়ীয়ের বেষ' প্রবন্ধ। (সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ২য় বর্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১৭শ বর্ষ)

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥ ১০৫ ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১০৩)-ধৃত নারদীয় বাক্য—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১০৬ ॥

সনাতনকে আচার্য্যরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০৭ ॥

শ্রীশ্রীসনাতন-শিক্ষারম্ভ ; (ক-১)

সর্ব্বপ্রথমে জীবের 'স্বরূপ'-বিচার ঃ—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' ।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ ১০৮ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিদ্বারা লীলাবিলাস ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৩)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১০ ॥

(ক-২) কৃষ্ণের শক্তি-বিচার ঃ—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১১১ ॥

ত্রিবিধা শক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥ ১১২ ॥

(১) অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।২)—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

১০৮-১০৯। "কে আমি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে,—"তুমি—জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে ; অথবা তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারস্বরূপ লিঙ্গ-শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে। তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, তুমি—তটস্থা-শক্তি। কৃষ্ণের সহিত তোমার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ 'সম্বন্ধ'। চিন্ময়-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি—কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদ-প্রকাশ। (কৃষ্ণসহ তোমার) ভেদ ও অভেদ—যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ ; অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-রূপ জ্বালাচয়ও জীবসমূহের উদাহরণ-স্থল।

অনুভাষ্য

দুইপ্রকার—(ক) শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ ; (খ) মানসিক, যথা প্রিয়াদির বিয়োগ। (২) আধিভৌতিক তাপ চারিপ্রকার,—(ক) জরায়ুজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (খ) অণ্ডজ-প্রাণী হইতে তাপ; (গ) স্বেদজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (ঘ) উদ্ভিজ্জ-প্রাণী হইতে তাপ ; (৩) আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ বরদেবতা যেমন ইন্দ্রাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

১১৩। সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান ; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি, এবং অপদেবতা যেমন হিংস্রস্বভাব যক্ষ-পিশাচাদি হইতে অশুভজনক আপদ্‌বিপৎ-পাতাদি।

১০৬। সদ্ধর্ম্মস্য (নিত্যোপাদেয়-ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানায়, তত্ত্বং জিজ্ঞাসিতুমিত্যর্থঃ) যেষাং ভক্ত্যুন্মুখ-সুকৃতি-বতাং পুংসাং) নির্ব্বন্ধিনী (অচঞ্চলা) মতিঃ (রুচিঃ বুদ্ধির্ব্বা) (বর্ত্ততে), এষাং (শুদ্ধচিত্তানাং নির্ম্মলচেতসাম্) অভীপ্সিতঃ (প্রার্থিতঃ) সর্ব্বার্থঃ (সাধ্যঃ) অচিরাৎ (শীঘ্রম্) এব সিদ্ধ্যতি (সফলো ভবতি)।

১০৮-১০৯। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১০। যথা একদেশস্থিতস্য (নির্দ্দিষ্টস্থানাধিষ্ঠিতস্য) অগ্নেঃ জ্যোৎস্না (প্রভা) বিস্তারিণী (ব্যাপিনী), তথা ইদম্ অখিলং (সর্ব্বং চিদচিন্ময়ং) জগৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ (কৃষ্ণস্য) শক্তিঃ।

১১২। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। হে তপতাং (তাপসানাং) শ্রেষ্ঠ, যথা পাবকস্য

(২) তটস্থা জীবশক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬২-৬৩)—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১৪ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১১৫ ॥

(৩) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৬ ॥

(খ) বিরূপ-বিচার ; বদ্ধজীবের ভবরোগ ও তৎফলে দুর্দ্দশা বা শাস্তি ঃ—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১১৭ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৮ ॥

(গ) বদ্ধজীবের রোগ ; তাহার নিদান ও চিকিৎসা অর্থাৎ পথ্য ও ঔষধ-সেবন-বিধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১৯ ॥

(ঘ) চিচ্ছক্তিমান্ পরমেশ্বরের অবরোহ বা অবতার-বর্ণন ; মায়া-জয়ের একমাত্র উপায় ঃ—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস',—এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করায় তাঁহার মায়া-প্রবেশ হয়। মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক-কালের গণন। সেই কালগণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা যায় ; যেহেতু তাহা মায়িক-কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।

অনুভাষ্য

(অগ্নেঃ) উষ্ণতা (দাহকত্বাদিশক্তিঃ) [অস্তি, তথা] যতঃ (ব্রহ্মণঃ) এব সর্ব্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ (মানববুদ্ধেঃ অগোচরাঃ) অতঃ তু [এব] তাঃ (তথাবিধাঃ) সর্গাদ্যাঃ (চিৎসর্গাদ্যাঃ) [অবিচ্ছেদ্যরূপেণ] ব্রহ্মণঃ শক্তয়ঃ [নিত্য-প্রকটিতাঃ] ভবন্তি।

১১৪-১১৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৫৫-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। নিত্যমুক্ত জীব কখনও কৃষ্ণবিস্মৃত হন না, অনাদি-কাল হইতে কৃষ্ণোন্মুখ থাকিয়া হরিসেবারূপ নিত্যবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে-সকল জীব কৃষ্ণসেবাধিকার বিস্মৃত হইয়া অনাদি-কর্ম্মফল-ভোগবাসনাক্রমে মায়ার অনুশীলন করিয়া নিজকে কর্ম্মফল-ভোক্তা বুদ্ধি করে, তাহাদের মায়াকর্তৃক কর্ম্মফল-ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজার পুরস্কার ও দণ্ডের ন্যায় বদ্ধজীব পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবপদারূঢ় হইয়া সুখ ভোগ করে, আবার, পাপফলে নরকাদিতে ক্লেশ লাভ করে।

১১৯। দ্বারকাপুরে বসুদেবের জিজ্ঞাসা-ফলে দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রের সংবাদ বর্ণন করিলেন ; নিমির যজ্ঞে নবযোগেন্দ্র গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করায়, তাঁহাদিগের অন্যতম 'কবি'ঋষি প্রথমে ভাগবত ধর্ম্ম-লক্ষণ বলিয়া বদ্ধজীবের দুরবস্থা ও ভগবদ্ভজন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন,—

[যতঃ] ঈশাৎ (ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ) অপেতস্য (বিমুখস্য বদ্ধজীবস্য) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য মায়য়া বহিরঙ্গ-শক্ত্যা) অস্মৃতিঃ (ভগবতঃ স্বরূপস্য অস্ফূর্ত্তিঃ ধারণাভাবঃ ইত্যর্থঃ) [ততঃ] বিপর্য্যয়ঃ (মায়াকৃত-কর্ম্মফল-ভোগপরাভি-মানঃ—স্বরূপাস্মরণাৎ দেহোঽস্মীতি বিবর্ত্তমূল-বুদ্ধিবৈপরীত্য-মিত্যর্থঃ) [ততঃ] দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (নিজ-ভোগজ-কল্পনাৎ—স্বরূপাৎ অন্যস্মিন্ বস্তুনি দেহাদৌ আবেশতঃ, স চ দেহাহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্মরণাৎ) ভয়ং (দেহদ্রবিণ-সুহৃন্নিমিত্তং সংসৃতিঃ আশঙ্কাঃ যা) স্যাৎ (ভবতি)। অতঃ বুধ (কৃষ্ণোন্মুখো বুদ্ধিমান্ জীবঃ) তম্ (ঈশম্ অধোক্ষজম্ এব) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা ঈশ্বরঃ, আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্) একয়া

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভি-নিবিষ্টতাপ্রযুক্ত জীবের 'ভয়' উপস্থিত হয় এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি ; এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে 'দেবতা' ও 'আত্ম'-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন।

১২০। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই যে জীবের পতন—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-কৃপায় জানা যায় এবং তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

একমাত্র কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তই মায়া-জয়ী ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২১ ॥

জীবের প্রতি অহৈতুকী-কৃপাময় অধোক্ষজ বিষ্ণুর অবতার-প্রাকট্য ঃ—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণই ত্রিবিধ প্রকাশে কৃষ্ণজ্ঞানদাতৃরূপে অবতীর্ণ—(১) বেদ বা বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, (২) ভাগবত-শ্রেষ্ঠ গুরু, (৩) অন্তর্য্যামী ঃ—

'শাস্ত্র'-'গুরু'-'আত্ম'-রূপে আপনারে জানান ।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥ ১২৩ ॥

(৬) ঈশ্বর-বিশ্বাসিমাত্রেরই বেদকে অপৌরুষেয়-জ্ঞানহেতু গ্রন্থকারের প্রাগুক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বেদ বা শ্রুতির সাহায্যেই নিজ-বক্তব্য একমাত্র শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব-সংস্থাপন ; শাস্ত্রে প্রতিপন্ন ত্রিবিধ অন্বেষণীয় তত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তু ঃ—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন' ।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥১২৪॥

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, শুদ্ধভক্তিই অভিধেয়, প্রেমই প্রয়োজন ঃ—

অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি—প্রেম মহাধন ॥ ১২৫ ॥

সাধনভক্তির সাধ্য প্রেমের চেষ্টা ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২১। এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত-কষ্টে পার হওয়া যায় ; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

১২৩-১২৫। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার-করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম—'ভক্তি' ; তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'।

অনুভাষ্য

(কেবলয়া অব্যভিচারিণ্যা ঐকান্তিক্যা) ভক্ত্যা (ইতরজ্ঞান-কর্ম্মমার্গানুসরণত্যাগেন) আভজেৎ (সম্যক্ সেবেত)।

১২০। জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণব-কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগ-বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে ভোগ করিবার বা মুক্ত হইবার পিপাসা হইতে নিস্তার লাভ করেন। কৃষ্ণসেবাপরা বুদ্ধি হইলে বিষয়ভোগবাসনা-রূপা মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে তখন জীব আর অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হইয়া মুক্তিকামী জ্ঞানী বা বিষয়-ভোগবাসনাক্রমে ফলভোগ-কামী হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আবদ্ধ হন না, পরন্তু মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন।

১২১। এষা মম (পরমেশ্বরস্য) দৈবী (অলৌকিকী বৈষ্ণবী) গুণময়ী (সত্ত্বরজস্তমোময়ী) মায়া (বহিরঙ্গা শক্তিঃ) দুরত্যয়া (ভুক্তিমুক্তিবাসনাবদ্ধজীবানাং দুরতিক্রমা) হি (এব) ; মাং (স্বরূপশক্তিযুক্তং স্বয়ং ভগবন্তং কৃষ্ণং) যে (জনাঃ) প্রপদ্যন্তে (সর্ব্বাত্মনা আশ্রয়ং কুর্ব্বন্তি), তে (এব) এতাং মায়াং (জীব-বিমোহিনীং প্রকৃতিং) তরন্তি (অতিক্রামন্তি পরাজয়ন্তে)।

১২২। মায়ামুগ্ধ জীব প্রতিক্ষণে প্রতিবিষয়ে স্বরূপবিভ্রান্তি-ক্রমে নিজভোগফল-লাভার্থ নিযুক্ত থাকেন। কখনও তিনি বদ্ধ-বুদ্ধিতে ফলভোগ-কাম হইতে বিমোচন আকাঙ্ক্ষা করেন, কখনও বা তিনি ফলকামী হইয়া অনিত্য ভোগকে বহুমানন করেন ; উভয়স্থলেই, তাঁহার মায়াচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণস্মরণাভাব লক্ষিত হয়। তজ্জন্য পরমকারুণিক কৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি কুবিচারপর ও ভোগপর ব্যক্তিকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৩। শাস্ত্র, গুরু ও চৈত্ত্যগুরু—এই তিনরূপে ভগবান্ উদিত হইয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে 'জীবের প্রভু' বা 'জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা' প্রভৃতি ভাবসমূহ প্রকাশ করাইয়া দেন।

১২৫। বেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়। শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ; প্রাপ্য কৃষ্ণসেবার সাধনই 'অভিধেয়' ; এবং ধর্ম্মার্থকাম-ভোগ ও ভোগরহিত 'মোক্ষ'—এই চারিটী পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই 'প্রয়োজন'।

চতুর্ব্বিধ অভিধেয়-মধ্যে সকল-শাস্ত্রে একমাত্র শুদ্ধভক্তিরই নিরাপদত্ব ও অনায়াসত্ব বর্ণন ; উপমা—সর্ব্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মহাজনের উপদেশ ঃ—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে ।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥ ১২৭ ॥

জীবের নিত্যসিদ্ধভাব কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥' ১২৮ ॥

সাধ্য-প্রেমার সাধনভূত ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ; শাস্ত্রে তাহাই বিধান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥ ১২৯ ॥

জীবের নিত্যসম্বন্ধ কৃষ্ণই সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥ ১৩০ ॥

নিত্যসিদ্ধভাবের প্রাকট্যই বদ্ধজীবের সাধন ঃ—

'বাপের ধন আছে'—জানে, ধন নাহি পায় ।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ ১৩১ ॥

অভক্তিমার্গ—(১) ভুক্তিলাভার্থ কর্ম্মমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'এই স্থানে আছে ধন'—বলি' দক্ষিণে খুদিবে ।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১৩২ ॥

(২) বিভূতি-সিদ্ধিলাভার্থ যোগমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয় ।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥ ১৩৩ ॥

(৩) সাযুজ্যলাভার্থ জ্ঞান-মার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে' ।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্ব বা পুরাণ বা নিত্য শাশ্বত ধন কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র আপৎশূন্য ঃ—

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৭। জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হইলে কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের কথা—তাহারই উপমা।

১৩৫। বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেকপ্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন ; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগর-রূপ যোগগত কৈবল্য, আবার, কোন দিকে রক্ষিত ধনের পাত্র অল্প-পরিশ্রমে হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১২৭। 'সর্ব্বজ্ঞ'—ভাঃ ৫।৫।১০-১৩ মাধ্ব-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩২-১৩৫। উপমেয় যথা,—পূর্ব্বদিকে—কৃষ্ণভক্তি, দক্ষিণদিকে—কর্ম্মকাণ্ড, পশ্চিমদিকে—সিদ্ধিকাণ্ড (মতান্তরে, জ্ঞানকাণ্ড), উত্তরদিকে—জ্ঞানকাণ্ড (মতান্তরে যোগকাণ্ড)।

ইহার উপমান,—যথা, পূর্ব্বদিকে—পিতৃধন, দক্ষিণদিকে—ভীমরুলবরুলী, পশ্চিমদিকে—যক্ষ, উত্তরদিকে—কৃষ্ণসর্প।

দক্ষিণা-মার্গীয় সাধনই ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড ; যম-দণ্ড্যগণ 'দক্ষিণা' গ্রহণ করিয়া ফল আরোপ করেন। এই কর্ম্মমার্গে জীব ভোগবাসনারূপ ভীমরুল-বরুলীকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ক্লেশ লাভ করেন, ইহাতে তাহার ভোগের আশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় মাত্র।

উত্তরা-মার্গীয় সাধনই সিদ্ধিবাঞ্ছা-পর যোগমার্গ ; তাহাতে কৈবল্যরূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধজীব-সত্তাকে গ্রাস করে। কাহারও মতে, উত্তরা-মার্গীয় সাধনই নিষ্কাম-জ্ঞানমার্গ, তথায় শুদ্ধজীব-সত্তা—ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ কৃষ্ণসর্পের কবলগ্রস্ত।

অমৃতানুকণা—১২৭-১২৮। "ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং ** অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৮ম প্রপাঠক)। অর্থাৎ এই জগতে এইসকল সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যারূপ অসত্যের আবরণে আবৃত। কিন্তু আত্মদর্শী ব্যক্তি সত্যকাম হওয়ায় ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ বা অন্য যাহা কিছু দুর্ল্লভ, তাহা সকলই হৃদয়াকাশে গমনদ্বারা লাভ করেন। যেমন, ভূগর্ভ-নিহিত স্বর্ণ প্রভৃতি গুপ্তধন-সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ভূমির উপর বারম্বার বিচরণ করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, তেমনই প্রাণীসকল অজ্ঞানতাবশতঃ হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ—"পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা। যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞো নিগদ্যতে।।" (ভঃ রঃ সিঃ২।১।১৮২)—পরচিত্তে অবস্থিত এবং দেশ-কালাদির ব্যবধানযুক্ত সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে।

শুদ্ধভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঃ—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি' ।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভক্ত্যেকলভ্য ; ভক্তিবলেই মুচিও শুচি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০-২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৭ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৮ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন-'ভক্তিরই' অভিধেয়ত্ব গীত ঃ—

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় ।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৯ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায় ।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৪০ ॥

সম্বন্ধযুক্ত সেবা-ফলে কৃষ্ণপ্রীতি-বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে-সঙ্গে
মুক্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি ঃ—

তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবার মুখ্যফল—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-লাভ,
গৌণফল—বৈমুখ্য-নিবৃত্তি ও মুক্তি ঃ—

দারিদ্র্য-নাশ, ভয়ক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয় ।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪২ ॥

বেদে কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন ঃ—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১৪৩ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভববন্ধন-মোচন ঃ—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১৪৪ ॥

সমগ্র পুরাণে ও আগমে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব বর্ণিত ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।১৪২)—ধৃত পদ্মপুরাণে
বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তি-দ্বারাই প্রাপ্য হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ-চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

অনুভাষ্য

যক্ষ ধন আগ্‌লাইয়া থাকে অর্থাৎ ধনের রক্ষাকর্ত্তা, ধন-প্রদাতা নহে। যক্ষের নিকট প্রার্থিগণের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ—দুরাশামাত্র, অর্থাৎ ধনলোভে প্রলোভিত করিয়া যক্ষ পরিশেষে গ্রহণাভিলাষীরই বিনাশকারী ; বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য, উভয়েই জীবসত্তায় সংহারকর্ত্তা।

কৃষ্ণভক্তিই বদ্ধজীবের পূর্ব্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন ; তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব—নিত্যকাল ধনী। ভক্তিধন-হীন ব্যক্তি জড়ীয় নশ্বর অভাবগ্রস্ত হইয়া কখনও কর্ম্মরূপ ভীমরুলের দংশনে ছট্‌ফট্ করেন, ধন পান না ; আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় বা কৈবল্যসাধনে ব্যস্ত হইয়া যোগ-যক্ষকর্ত্তৃক প্রেমধন হইতে বঞ্চিত হন ; আবার উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধজীবসত্তা-রাহিত্যে সাযুজ্য বা কৈবল্য-সর্পের গ্রাসে পতিত হইলেও ধন লাভ করেন না।

১৩৭। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। কৃষ্ণসেবাস্বাদের মুখ্যফলই প্রেম-সুখ, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই জীবের দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতা-নাশ এবং সংসার-ক্ষয় কৃষ্ণ-সেবাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর-ফলরূপে উদিত হয়, বস্তুতঃ মুখ্যফল নয়।

১৪৫। সেই সেই পুরাণ ও আগম-গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত হয়।

অনুভাষ্য

সতাং (নিত্যসেবকানাং সজ্জনানাং) প্রিয়ঃ (সেব্যঃ) আত্মা (প্রেষ্ঠঃ) অহম্ (স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ) একয়া (অব্যভিচারিণ্যা, অহৈতুক্যা) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া) ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ (সাধ্যঃ, প্রাপ্যঃ, লভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ; মন্নিষ্ঠা (কৃষ্ণৈকসেবনধর্ম্ম-তৎপরা) ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (নীচকুলোদ্ভবান্ জনান্) অপি সম্ভবাৎ (প্রাক্তন-দুষ্কৃতি-জনিত-শৌক্র-জাতি-দোষাৎ) পুনাতি।

১৪৫। চরাচরস্য (স্থিরজঙ্গমস্য) জগতঃ ব্যামোহায় (অজ্ঞানতমোবর্দ্ধনায়) তে তে পুরাণাগমাঃ (স্মৃতিতন্ত্রাদয়ঃ) কল্পাবধি (কল্পকালপর্য্যন্তং) তাং তাং দেবতাম্ এব পরমিকাং

অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে সমগ্র-বেদে কৃষ্ণই
বেদ্য ও প্রতিপাদ্য ঃ—

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে ।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৬ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ; শ্রীমুখের বাণী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি-বৈভব ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার ।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১৪৯ ॥

চিৎ ও অচিজ্জগৎ—তচ্ছক্তিপরিণত এবং কৃষ্ণাশ্রিত ঃ—

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয় ।
স্বরূপশক্তি শক্তি-কার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ; তিনি—অদ্বয়জ্ঞান,
বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, কিশোর
ও ব্রজেন্দ্রনন্দন ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর ।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭-১৪৮। বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদ-বচনসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনাদ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করত প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

অনুভাষ্য

(শ্রেষ্ঠাং) জল্পন্তু (কথয়ন্তু ইত্যুপহাসে) ; পুনঃ (কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্তানাং সকলানাম্ আগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু) বিবেচনব্যতিকরং (বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদি-বিচারস্য ব্যতিকরঃ আসঙ্গঃ তং) নীতেষু (প্রাপিতেষু সৎসু) সিদ্ধান্তে (বিষয়ে) বিষ্ণুঃ এব একঃ ভগবান্ (সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি) নিশ্চীয়তে (নির্দ্ধার্য্যতে, সংস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। রূঢ়ি ও লক্ষণা-বৃত্তি অথবা অন্বয় ও ব্যতিরেক-দর্শনেও কৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য-বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।

১৪৭-১৪৮। বেদের বিধি ও নিষেধ-সম্বন্ধে উদ্ধবের জিজ্ঞাসার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি ও পরে বিবিধ বৈদিক ছন্দ বর্ণন করিয়া স্বয়ংই যে গূঢ়রহস্যময় দুর্ব্বিজ্ঞেয় সমগ্র ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বেদ্য বস্তু, তাহা বলিতেছেন,—

[বৃহত্যাঃ বৈখর্য্যাঃ শ্রুতেঃ সাকল্যেন স্বরূপতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্ত্বা অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ—] কিং বিধত্তে (কর্ম্ম-দেব-জ্ঞান-ত্রিকাণ্ডাত্মক-বেদশাস্ত্রমধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিধি-বাক্যৈঃ কিং বিদধাতি), কিম্ আচষ্টে (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিং প্রকাশয়তি কথয়তীত্যর্থঃ), কিম্ অনূদ্য (জ্ঞানকাণ্ডে কিম্ আশ্রিত্য) বিকল্পয়েৎ ইতি (এবম্) অস্যাঃ (শ্রুতেঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) লোকে (ইহ জগতি) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (জানাতি)। [ননু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়েতি কথয়তি —] মাং (যজ্ঞরূপং) [বিধিনা] বিধত্তে, [অভিধা-বৃত্ত্যা] মামেব (তত্তদ্দেবতারূপং) অভিধত্তে, অহম্ (এব) বিকল্প্য (সন্দেহং কৃত্বা) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে, তদপ্যহমেব, ন মত্তঃ পৃথগস্তি)। [সর্ব্ববেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি—] এতাবান্ এব সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যম্)—শব্দঃ (বেদঃ) ভিদাম্ (অবতারাদিরূপাম্) অনূদ্য (উক্ত্বা) মায়ামাত্রং (জগৎ) প্রতিষিদ্ধ্য (নিষিদ্ধ্য) অন্তে (শেষে) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) প্রসীদতি (নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি ; মাং শ্রীকৃষ্ণরূপমেবাবলম্ব্য কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ)।

১৫১। আদি, ২য় পঃ ৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। হে সনাতন, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে, কৃষ্ণ—ব্রজধামে—ব্রজপতি নন্দের কুমার। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা,—এই চারিপ্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িক ভেদ-বিধি কার্য্য করিতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত শক্তির কার্য্যরূপ জগৎ,—কৃষ্ণই ইঁহাদিগের একমাত্র সমাশ্রয়।

অনুভাষ্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং গোলোকধামে বিরাজমান ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ'—পর-নাম ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ অভিধেয়ে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি ঃ—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

(১) নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—কৃষ্ণাঙ্গপ্রভা ঃ—

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে ।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৫৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬০ ॥

(২) পরমাত্মা—কৃষ্ণাংশবৈভব ঃ—

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৬১ ॥

কৃষ্ণই পরমাত্মা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫৫)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ১৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৬৩ ॥

(৩) ভক্তিযোগেই কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎপ্রতীতি ঃ—

'ভক্ত্যে' ও ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। 'পর'-নাম—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নাম ; 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি—ভগবানের মুখ্য নাম।

১৫৭। যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্গত পরমাত্মা উদিত হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন।

অনুভাষ্য

১৫৩। কৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি তত্ত্ব ; তাঁহা হইতেই সকল অংশ প্রকটিত হইয়াছে ; তিনি—পূর্ণ কিশোরবয়ঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সকলের প্রভু এবং সকল বস্তুর আশ্রয়।

১৫৪। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। কৃষ্ণের আবাসস্থল—সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, অবিনাশী ও নিত্যকালস্থিত গোলোক-ধাম।

১৫৬। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬০। আদি, ২য় পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬১। মায়িক অনুভূতিক্রমে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে মায়িক জগতের অংশসমূহের অংশী বলিয়া সর্ব্বব্যাপক 'পরমাত্মা' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ—সকল চিদচিৎপ্রকাশের ও যাবতীয় পরমাত্মার 'পরমাত্মা' বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৬২। পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের পুত্র ও প্রাণাদি সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব—আত্মাই যে সমগ্র দেহীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও আদরভাজন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সকল আত্মার আত্মা, সুতরাং স্বভাবতঃ সকলেরই আকর্ষক ও নিত্যানন্দ-প্রদাতা, তাহা বলিতেছেন,—

ত্বম্ এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সকলদেহিনাম্) আত্মানং (প্রাণস্বরূপং) অবেহি (জানীহি) ; যঃ (কৃষ্ণঃ) অপি অত্র (জগতি) জগদ্ধিতায় (পৃথিব্যাঃ মঙ্গলায়) মায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) দেহী (নরঃ জীবঃ) ইব আভাতি (প্রকাশয়তি)।

১৬৩। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬২। অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

১৬৪-১৬৬। ভক্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ভগবানের পূর্ণ রূপ অনুভূত হয়, সেই এক নিত্যবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ

একই কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(ক) স্বয়ংরূপ, (খ) তদেকাত্মরূপ ও (গ) আবেশরূপ ঃ—

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥ ১৬৫ ॥

(ক) 'স্বয়ংরূপ'—দ্বিবিধ ; (১) 'স্বয়ংরূপ' ব্রজেন্দ্রনন্দন ও (২) 'স্বয়ংপ্রকাশ' ঃ—

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্বিধ বিলাসের মধ্যে (২) স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ, (ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ; তন্মধ্যে (ক) প্রাভবপ্রকাশ-রূপে বহুরূপে লীলা বা বিলাস—যথা রাসে, যথা মহিষী-বিবাহে ঃ—

'প্রাভব'-'বৈভব'রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৭ ॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
'প্রাভব-বিলাস'—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥

তাঁহারা আত্মারামেরও মনোহারী, কখনই প্রাকৃত নহেন ঃ—

সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৭০ ॥

(খ) বৈভব-প্রকাশের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৭১ ॥

একই অংশী কৃষ্ণের অসংখ্য প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশে অচিন্ত্যশক্তি-হেতু পরস্পরে নাম-রূপাদি-বৈচিত্র্য ঃ—

অনন্ত-প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নাম-বিভেদ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রতিভাত হয়। প্রথমেই 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্মরূপ', ও 'আবেশ-রূপ'—এই তিনরূপে ভগবান্ পরিদৃষ্ট হন। স্বয়ংরূপে 'স্বয়ং ও প্রকাশ'—এই দ্বিবিধরূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপমূর্ত্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃতের মতে,—কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তিই স্বয়ংরূপ ; কেননা, তাহা তাঁহার অন্য কোনও রূপকে অপেক্ষা করে না। তাঁহার যেই রূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ, অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাকেই 'তদেকাত্মরূপ' বলে। যে-সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাঁহারাই ভগবানের 'আবেশ'-রূপ।

অনুভাষ্য

১৬৫। স্বয়ংরূপ—(শ্রীরূপপ্রভু-কৃত লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১২ শ্লোক)—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" কৃষ্ণের যেই রূপ অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণরূপ, তাহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলা যায়।

তদেকাত্মরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৪ শ্লোক)—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।।" যাঁহার রূপ স্বয়ংরূপের সহিত একরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে (অঙ্গ-সন্নিবেশ ও চরিত্রাদিতে) ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাঁহাকে 'তদোকাত্মরূপ' বলে ; উহা—স্বাংশ ও বিলাসভেদে দ্বিবিধ।

আবেশরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৮ শ্লোক)—'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। সৌভর্য্যাদি ঋষিগণ যোগবলে কায়ব্যূহ হইয়া নিজ-নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি-প্রকাশ সেরূপ নয় ; কেননা, যোগমার্গের কায়ব্যূহ দেখিলে নারদের বিস্ময় জন্মে না।

১৭৩। (সাত্বত ও শৈব তন্ত্রাদিতে) অভিহিত বিধিদ্বারা যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকেই যজন করেন।

অনুভাষ্য

জীবা এব মহত্তমাঃ।।" যে-সকল জীবে জনার্দ্দন জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলাদ্বারা আবিষ্ট হন, সেইসকল মহত্তম জীবকে 'আবেশ' বলা যায়।

১৭০। আদি, ১ম পঃ ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণকে রথে আরোহণপূর্ব্বক গোকুল হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার পথে মহাত্মা অক্রূর যমুনা-জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় বিষ্ণুলোকে শেষ, নারদ ও চতুঃসনাদিসহ পরমৈশ্বর্য্যময় ভগবানকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে করিতে সাংখ্য-যোগত্রয়ীমার্গের বিষয় বলিয়া বৈষ্ণব ও শৈব-পাশুপতাদি দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের উপাসনা-মার্গ-সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যে (জনাঃ) চ তে (ত্বয়া) অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা (পাঞ্চরাত্রিকবিধানাদিনা) সংস্কৃতাত্মানঃ (বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সংস্কৃতাঃ আত্মানঃ যেষাং তে) ত্বন্ময়াঃ (ত্বন্ময়ত্বেন

(খ) বৈভব প্রকাশ (১) বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭৪ ॥

(২) কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন, (৩) কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন ঃ—

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥ ১৭৫ ॥

উক্ত চতুর্ভুজ—উক্ত দ্বিভুজেরই প্রকাশ-বিগ্রহ ঃ—

যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস ॥ ১৭৬ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনে গোপাভিমান ও বাসুদেবে ক্ষত্রিয়াভিমান ঃ—

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥১৭৭॥

বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনে চারিটী অধিক চমৎকারিতা ঃ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৮ ॥

নন্দনন্দন-মাধুর্য্যে বাসুদেবও মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ ১৭৯ ॥

দৃষ্টান্তস্থল—মথুরায় ও দ্বারকায় ঃ—

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥ ১৮০ ॥

ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥

ললিতমাধবে (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ, বৈভব, প্রাভব ইত্যাদি বুঝিবার জন্য পরস্পরের সম্বন্ধ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আদি তিনরূপ—

(১) স্বয়ংরূপ,—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, (২) তদেকাত্মরূপ,—(ক) স্বাংশক,—(১) কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, (২) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি। (খ) বিলাস—(১) প্রাভব,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ; (২) বৈভব,—চব্বিশ মূর্ত্তি ; (ক) আবরণ—চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি ; (খ) প্রত্যেক তিন তিনটী মূর্ত্তি করিয়া বার মূর্ত্তি—বারমাসের ও তিলকের আদর্শ দেবতা ; (গ) ঐ চারিজনের পুরুষোত্তম ও অচ্যুতাদি আটজন বিলাসমূর্ত্তি, এই চব্বিশ মূর্ত্তিরই অস্ত্রধারণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

অনুভাষ্য

আত্মানম্ অপ্রাকৃতসেবনধর্ম্মপরং ভাবয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-ভেদেন তথা যুগ-মন্বন্তর-লীলাবতারভেদেন চ বহুমূর্ত্তিং মহানারায়ণ-রূপেণ মূর্ত্তিকং চ ত্বাং) বৈ (এব) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

১৭৮। বসুদেব-নন্দনের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য-বিলাস অপেক্ষা নন্দনন্দনের এই বিলাসচতুষ্টয় অধিক উল্লাস-বিশিষ্ট।

চৈঃ চঃ/৪০

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুত-মাধুরীপরিমলযুক্ত গোপলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দর্শন করত ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৭৯। নন্দনন্দনের লোভনীয় মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেব ক্ষুব্ধ হন ; সেই মাধুরী-আস্বাদনে লুব্ধ হইবার প্রসঙ্গ মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্যদর্শনে ও দ্বারকায় কৃষ্ণচিত্রাঙ্কন-অবলোকনে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৮১। হে সখে, অসৌ চারণঃ (নটঃ) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্য (উদ্গীর্ণঃ উত্থিতঃ নির্গতঃ অদ্ভুতায়াঃ অপূর্ব্বায়াঃ মাধুর্য্যাঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ যস্য তস্য) আভীরলীলস্য (গোপ-নন্দনন্দন-লীলাময়স্য) মে (মম) দ্বৈতং (দ্বিতীয়মূর্ত্তিং) সমক্ষয়ন্ (দর্শয়ন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে ; যস্য স্বরূপতাং (সাদৃশ্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হন্ত (অহো) মামকং (মদীয়ং) চেতঃ (মনঃ) সত্যং কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিষু ব্রজজনো-চিতক্রীড়াসু কুতূহলায় ঔৎসুক্যায় উত্তরলিতম্ অতিশয়েন দ্রবীভূতং সৎ) ব্রজবধূসারূপ্যং (শ্রীবার্ষভানব্যাঃ সদৃশরূপতাং) অন্বিচ্ছতি (বাঞ্ছতি)।

১৮২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(খ) তদেকাত্মরূপের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম'-নাম তাঁর ॥ ১৮৩ ॥

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ ঃ—

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮৪ ॥

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ঃ—

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৫ ॥

(ক) প্রাভববিলাস—মথুরা ও দ্বারকা-পুরীতে আদি চতুর্ব্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি ঃ—

প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৬ ॥

তন্মধ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী ; বিলাস-সংজ্ঞার হেতু ঃ—

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম ॥ ১৮৭ ॥

বৈভবপ্রকাশরূপে ও প্রাভববিলাস (আদি চতুর্ব্ব্যূহ)-রূপে ভাবভেদে একই বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ১৮৮ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণের কারণ ঃ—

আদি-চতুর্ব্ব্যূহ—কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৮৯ ॥

তাঁহারাই পুরীর (মথুরা ও দ্বারকাধামের) অধীশ্বর ঃ—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৯০ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। বিলাস,—আদি, ১ম পঃ ৭৭সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বাংশ—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৭ শ্লোক—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদির্যথা তত্বৎস্বধামসু।।" স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও যিনি বিলাস অপেক্ষা ন্যূন (অল্পতর) শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে ; যেমন নিজ নিজ ধামে বিরাজমান সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ।

১৮৮। শ্রীবলদেব—কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ; তিনিই আদি-চারিব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই প্রাভব-বিলাসচতুষ্টয়ে ভাবভেদে প্রকাশিত।

(১) আদি-চতুর্ব্ব্যূহ হইতে নাম ও অস্ত্র-বৈচিত্র্যে ২৪ মূর্ত্তি 'বৈভববিলাস' ঃ—

এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভববিলাস ॥ ১৯১ ॥

(ক) পুর হইতে আদি-চতুর্ব্ব্যূহসহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহসহ নারায়ণরূপে বিলাসবিগ্রহ ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯২ ॥
তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥ ১৯৩ ॥

(খ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের তিনমূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ-বিগ্রহ—১২ মাসের ও ১২ টী তিলকের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৯৪ ॥

ঐ ১২ মূর্ত্তি বৈভববিলাসের পরিচয় ঃ—

চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৯৫ ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৬ ॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥১৯৭॥

তাঁহারাই ১২ মাসের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এই বার জন।
মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ ॥ ১৯৮ ॥
মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে।
চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৯৯ ॥
জৈষ্ঠ্যে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে—বামন দেবেশ।
শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষীকেশ ॥ ২০০ ॥

অনুভাষ্য

১৮৯। অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহের গণ আদি-চতুর্ব্ব্যূহের তুল্য নহেন ; আদি চারিব্যূহ—প্রাভববিলাস, অন্য চারি ব্যূহগণ—বৈভববিলাস ; বৈভববিলাসের প্রাকট্যলাভের কারণই প্রাভব-বিলাস।

১৯০। পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত। গোকুলে বৈভব-প্রকাশ বলদেব নিত্য-বিরাজমান। প্রাভববিলাস-চতুষ্টয় হইতে প্রত্যেকের চারিহস্তে অস্ত্রভেদে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিরূপে বৈভববিলাস প্রকাশিত।

আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে—দামোদর ।
'রাধা-দামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥ ২০১ ॥

আবার তাঁহারাই ১২ টী তিলকমন্ত্রের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥ ২০২ ॥

(গ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের দুইমূর্ত্তি করিয়া বিলাস-বিগ্রহ—অষ্ট বৈভববিলাস ঃ—

এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন ।
তাঁ সবার নাম কহি, শুন, সনাতন ॥ ২০৩ ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
হরি, কৃষ্ণ অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ২০৪ ॥
বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত, দুইজন ॥ ২০৫ ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ, দুইজন ॥ ২০৬ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহেরই বিলাস—বৈভববিলাস ; অস্ত্রভেদে নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভববিলাস প্রধান ।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৭ ॥

বেশ ও আকারভেদে পুনরায় ইঁহাদেরই বিলাস-বৈভব-বৈচিত্র্য ঃ—

ইঁহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥ ২০৮ ॥

আকারে বৈচিত্র্যযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিগণ ঃ—

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ ॥ ২০৯ ॥

দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তি বিলাস-বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন ।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ২১০ ॥

অষ্টদিকের প্রত্যেকদিকে তিনমূর্ত্তি করিয়া ২৪ মূর্ত্তিই বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব-ধামে নিত্য বিরাজমান ঃ—

ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২১১ ॥

কোন কোন তদেকাত্মরূপের স্ব-স্ব-ধামসহ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান ঃ—

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥ ২১২ ॥

বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহাবরণসহ নারায়ণ, তদুপরি গোলোকে অর্থাৎ পুরে আদি-চতুর্ব্ব্যূহাবরণ-সহ দেবকীনন্দন ও গোকুলে যশোদানন্দন ঃ—

পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য-স্থিতি ।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১৩ ॥

গোলোকে তিনটী প্রকোষ্ঠ ঃ—

এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধপ্রকার ।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯২। উপরিভাগ গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত।

১৯৩। পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতে পুনরায় আবরণরূপে চারিদিকে অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশিত।

২০২। ১২টী তিলকমন্ত্রে ১২টী বিষ্ণুনাম—"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে।। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।"

বৈষ্ণবাচমন (হঃ ভঃ বিঃ ৩য় বিঃ ১০২ সংখ্যা)—"ত্রিঃপানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ। প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ।। মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেহন্যং ত্রিবিক্রমম্। উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামন-শ্রীধরাবুভৌ।। প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ। পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নোর্দামোদরং ততঃ।। বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ। নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।। অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্। জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।। দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি। নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচমেৎ ক্রমতো জপন্।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আচমন—আহ্নিকপূজার পর মুখে যে জল স্পর্শরূপ আচমন বিহিত, তাহা।

অনুভাষ্য

** তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে, অনন্তর দুই হস্তের প্রক্ষালনে উভয় গোবিন্দ ও বিষ্ণুকে, এক হস্ত মার্জ্জনে মধুসূদনকে ও অন্য হস্ত মার্জ্জনে ত্রিবিক্রমকে, অধর ও ওষ্ঠের মার্জ্জনে বামন ও শ্রীধর উভয়কে, পুনঃ হস্তদ্বয়ের প্রক্ষালনে হৃষীকেশকে, পদদ্বয়ের ধৌতকালে পদ্মনাভকে এবং তৎপশ্চাৎ শিরোদেশ-প্রক্ষালনে দামোদরকে, মুখ-প্রক্ষালনে বাসুদেবকে, নাসাদ্বয়-প্রক্ষালনে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন উভয়কে, নেত্রযুগলে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, তদনন্তর মস্তকে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণবাহুতে হরিকে ও বাম বাহুতে কৃষ্ণকে যথাবিধি ক্রমানুসারে চতুর্থী বিভক্তি সংযোগে অন্তে 'নমঃ'-শব্দসহকারে জপ করিতে করিতে আচমন করিবে।*

ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টী বিভিন্ন স্থানে ঐ ২৪ মূর্ত্তির
স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠান ঃ—

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥ ২১৫ ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন ।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥ ২১৬ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে ।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥ ২১৭ ॥

ভক্ত-তোষণ, ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মনাশরূপ বিলাস বা
লীলার নিমিত্তই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের প্রাকট্য ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার 'পরকাশ' ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥ ২১৮ ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে ।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ২১৯ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ জগতে অবতীর্ণ ঃ—

ইঁহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন ।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ২২০ ॥

অস্ত্রভেদে পরস্পরের নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন ॥ ২২১ ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত ।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥ ২২২ ॥

সিদ্ধার্থ-সংহিতা-কথিত ২৪ মূর্ত্তি ঃ—

সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন ।
তার মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ ॥ ২২৩ ॥

পরব্যোমে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহের অস্ত্রভেদ ঃ—

বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধর ।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২২৪ ॥
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধর ।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২২৫ ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর ।
তাঁর মত কহি, যে-সব অস্ত্রকর ॥ ২২৬ ॥

পরব্যোমে অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর ।
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধর ॥ ২২৭ ॥
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর ।
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২২৮ ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদা-পদ্ম-শঙ্খ চক্রকর ।
মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধর ॥ ২২৯ ॥
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খকর ।
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥ ২৩০ ॥
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খকর ।
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২৩১ ॥

অনুভাষ্য

২১৫-২১৭। ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে মথুরায় 'কেশব', নীলাচলে 'পুরুষোত্তম জগন্নাথ', প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব' ; মন্দারে 'মধুসূদন', কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ' ও 'জনার্দ্দন', বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বরদরাজ বিষ্ণু', মায়াপুরে 'হরি' এবং অন্যান্যস্থানে নানামূর্ত্তিতে ভগবান্ বিরাজমান আছেন।

২১৮। সপ্তদ্বীপ,—(সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে গোল-প্রশংসা-প্রকরণে)—"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদকস্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ।। শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ। দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি।।"*—(১) জম্বু, (২) শাক, (৩) শাল্মলী, (৪) কুশ, (৫) ক্রৌঞ্চ, (৬) গোমেদ বা প্লক্ষ ও (৭) পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপ।

অনুভাষ্য

নবখণ্ড,—(১) ভারত, (২) কিন্নর (কিংপুরুষ), (৩) হরি, (৪) কুরু, (৫) হিরণ্ময়, (৬) রম্যক (রমণক), (৭) ইলাবৃত, (৮) ভদ্রাশ্ব, (৯) কেতুমাল—এই নবখণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব অংশ) ; পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে—গোলাধ্যায়ে ভুবনকোষ দ্রষ্টব্য।

২২২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে এবং বামদিকের নিম্নস্থ হস্তে পর্য্যায়ক্রমে চারিপ্রকার অস্ত্র লিখিত হইয়াছে।

২২৩। চব্বিশমূর্ত্তি—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ, ১৬। দামোদর, ১৭।

** পৃথিবীর মধ্যস্থলে লবণসমুদ্র, ইহার উত্তরে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ, দক্ষিণে অর্দ্ধাংশ। উত্তরের অর্দ্ধাংশের নাম জম্বুদ্বীপ, দক্ষিণের অর্দ্ধাংশে ৭টী সমুদ্র ও ৬টী দ্বীপ। প্রথমে লবণসমুদ্র, তাহার পর দুগ্ধসমুদ্র—যাহা হইতে অমৃত, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণপূজিত চরণকমল ও সকল ভুবনাশ্রয় ভগবান্ বাসুদেব বাস করেন। তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে দধি, ঘৃত, ইক্ষু, মদ্য ও সর্ব্বশেষে স্বাদুদক-সমুদ্র। পৃথিবীর (লবণসমুদ্রের) দক্ষিণার্দ্ধে প্রথমে শাকদ্বীপ, তৎপর পর্য্যায়ক্রমে শাল্মল, কৌশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক এবং পুষ্করদ্বীপ। দুই দুই সমুদ্রের মধ্যে এক এক দ্বীপ অবস্থিত।*

পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাকর।
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধর ॥ ২৩২ ॥
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর।
শ্রীঅচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খধর ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীনৃসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর।
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাকর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাকর।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২৩৫ ॥

অনুভাষ্য

পুরুষোত্তম, ১৮। অচ্যুত, ১৯। নৃসিংহ, ২০। জনার্দ্দন, ২১। হরি, ২২। কৃষ্ণ, ২৩। অধোক্ষজ ও ২৪। উপেন্দ্র।

২২৪-২৩৬। সিদ্ধার্থ-সংহিতায়—(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৭৬ ও ১৭৭ সংখ্যা)"বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ। শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ ॥ চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেহপ্যধোক্ষজঃ। সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ ॥ গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ। গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেহচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ। চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ ॥ শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ ॥ চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদ্ভুজঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ ॥ পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা ॥ শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং কৃষ্ণো বিভর্ত্তি যঃ। এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃ-করক্রমাৎ ॥"

২৩৭। ষোলজন,—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ ও ১৬। দামোদর।

২৩৮-২৩৯। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৬৮-১৭৫)—"আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ। চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা। কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তির্দ্বাদশকং

অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রকর।
উপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মকর ॥ ২৩৬ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কথিত ১৬ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৩৭ ॥
কেশব-ভেদে পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর।
মাধব-ভেদে চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২৩৮ ॥
নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥ ২৩৯ ॥

অনুভাষ্য

স্মৃতম্ ॥ পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি। বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্ ॥ আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ। নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা ॥ সব্যাধঃ পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি। দক্ষিণোর্দ্ধং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্। আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরি স্থিতা। বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতম্। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দতে ॥ দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে ॥ বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে। মধুসূদন-নামায়াং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ বামোর্দ্ধসংস্থিতঞ্চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগম্। বলিবন্ধন-সংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃস্থিতম্ ॥ বামোর্দ্ধে কৌমোদী যস্য পুণ্ডরীক-মধঃস্থিতম্। দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতম্। সপ্ত-তালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা ॥ উর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতম্। পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্। প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমোদী তদধঃ-স্থিতা। বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে। হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্য-মধস্তথা। বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥ দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ম্। সব্যোর্দ্ধে কৌমোদী চৈব হেতিরাজ-মধঃস্থিতম্। অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ ॥ এতেষাস্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে। ইতি ক্রমেণ মার্গাদি-মাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ॥*

* *হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র অনুসারে—আদিমূর্ত্তি বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করেন। এইরূপে প্রধানরূপে কথিত চারিমূর্ত্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) প্রত্যেকে তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত। তাঁহারা কেশবাদি-প্রভেদে দ্বাদশ-মূর্ত্তি বলিয়া কথিত। যাঁহার দক্ষিণভাগে নিম্নহস্তে পদ্ম এবং তদুপরি (অর্থাৎ উর্দ্ধহস্তে) পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নে চক্র—আদিমূর্ত্তি বাসুদেবের এই ভেদ 'কেশব'-নামে*

ব্রজেন্দ্রনন্দনের দুই নাম ঃ—

'স্বয়ং ভগবান্‌', আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪০ ॥

মথুরা ও দ্বারকার আবরণরূপে নবব্যূহ ঃ—

পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২৪১ ॥

নবব্যূহের পরিচয় ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৪৫১)—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

এতাবৎ কৃষ্ণস্বরূপের ছয়প্রকার বিলাসের অন্তর্গত প্রাভব ও বৈভবরূপ দ্বিবিধ প্রকাশের বিলাস বর্ণিত ; এক্ষণে স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ দ্বিবিধাবতার বক্ষ্যমাণ ঃ—

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥ ২৪৩ ॥

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চালক, (২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার ঃ—

সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার ॥ ২৪৪ ॥

ছয়প্রকার অবতার ঃ—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪২। বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা,—এই নয়জন।

অনুভাষ্য

২৪১। এইস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, এই নবব্যূহের অন্তর্গত বরাহ ও হয়গ্রীব 'বৈভবাবস্থ' অবতার হইয়াও পরাবস্থ-তুল্য।

২৪২। বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ) চত্বারঃ (দ্বিতীয়-ব্যূহাঃ) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণঃ নৃসিংহশ্চ দ্বৌ), হয়গ্রীবঃ, বরাহশ্চ, ব্রহ্মা চ ইতি নবমূর্ত্তয়ঃ (ব্যূহাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ—"তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ" ইতি, "ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে।।" ইতি পাদ্মবচনোক্তরীত্যা ব্রহ্মণোঽত্রেশ্বরকোটিত্বং জ্ঞেয়ম্ *)।

অনুভাষ্য

২৪৫। পুরুষাবতার—মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণোদকশায়ী (ভাঃ ১১।৪।৩), গর্ভোদকশায়ী (ভাঃ ১।৩।২-৩) ও ক্ষীরোদকশায়ী (ভাঃ ১।১৮।২১, ২।২।৮, ২।৮।১৬, ১০।৮৮।৫)—এই তিন মূর্ত্তি।

লীলাবতার—(ভাঃ ১ম স্কঃ ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য) ১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬। নরনারায়ণ, ৭। কার্দ্দমি কপিল, ৮। দত্ত (আত্রেয়—ভাঃ ২।৭।৪), ৯। হয়শীর্ষা (ভাঃ ২।৭।১১), ১০। হংস (ভাঃ ২।৭।১৯), ১১। ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভাঃ ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কি—এই ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার ;

প্রকীর্ত্তিত। কেশব-মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের বিপরীতক্রমে যে-মূর্ত্তিতে অস্ত্রধারণ হইয়া থাকে তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা 'নারায়ণ'-নামে কথিত হন। যাঁহার বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নহস্তে চক্র—আদিমূর্ত্তির এই ভেদ 'মাধব'-নামে খ্যাত। যাঁহার দক্ষিণ নিম্নহস্তে চক্র এবং ঊর্দ্ধে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম এবং নিম্নে শঙ্খ—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'গোবিন্দ'-নামে প্রকীর্ত্তিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে গদা (বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নহস্তে চক্র)—সঙ্কর্ষণের এই ভেদে 'বিষ্ণু'-নামে কথিত হয়। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নে গদা দৃষ্ট হয়—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'মধুসূদন'-নামে কথিত। যাঁহার (দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধে গদা) বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র ও নিম্নে শঙ্খ দৃষ্ট হয়, বামচরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণচরণ অনন্তদেবের পৃষ্ঠগামী—তিনি 'ত্রিবিক্রম'। বলিকে বঞ্চনাকারী এবং অধোলোকে অবস্থিত যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, নিম্নহস্তে শঙ্খ—এরূপ 'শ্রীবামন'দেবের মূর্ত্তি সপ্ততাল-পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নহস্তে পদ্ম (বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে শঙ্খ) বিশিষ্ট যাঁহার বামপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী পদ্মহস্তে অবস্থিতা এবং যিনি দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, এরূপ অনুরাগযুক্ত ও বিলাসবান্‌ 'শ্রীধর' প্রদ্যুম্নের ভেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে মহাচক্র, নিম্নহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে সমস্ত কামনাপূরণকারী 'হৃষীকেশ' বলিয়া জানিতে হইবে। দক্ষিণ-ঊর্দ্ধকরে পদ্ম ও নিম্ন-করে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ এবং বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র এবং তন্নিম্নে গদা অবস্থিত, সেই মূর্ত্তি মোক্ষপ্রদাতা 'পদ্মনাভ'-নামে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, নিম্নহস্তে পদ্ম এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নে চক্র—অনিরুদ্ধের এই ভেদ 'দামোদর'-নামে কথিত। তাঁহাদের সকলের পদ্ম ও বীণাধারিণী পরমশুভা দুইটী করিয়া স্ত্রী বিদ্যমান। কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি এইরূপে অগ্রহায়ণাদি সকল মাসগুলির অধিপতি।

** পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সেস্থলে ব্রহ্মা কিন্তু শ্রীহরিই জানিতে হইবে। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মা হন, আবার কোন সময়ে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা-রূপে প্রতিপাদিত হন। এই পদ্মপুরাণ-কথিত নিয়মানুসারে ব্রহ্মার এস্থলে ঈশ্বরকোটিত্ব জানিতে হইবে।*

গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥

কিশোর কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাসের মধ্যে বয়োধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ বিলাস বা লীলা ঃ—

বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার ঃ—

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬)—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
তথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪৯ ॥

(ক) সর্ব্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—কারণ-গর্ভ-ক্ষীরসাগরশায়ী ঃ—

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৫০ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৩৩) সাত্বততন্ত্র-বাক্য—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তুঃ মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২৫১ ॥

এক কৃষ্ণই ত্রিবিধ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাতা ঃ—

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম ॥ ২৫২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ—ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির এবং চতুর্ব্ব্যূহর মধ্যে (১) বাসুদেবরূপে তিনিই সম্বিচ্ছক্তির প্রভু ঃ—

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২৫৩ ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২৫৪ ॥

তিনিই বলরাম বা সঙ্কর্ষণরূপে সন্ধিনীশক্তির প্রভু, ত্রিবিধ-শক্তিদ্বারে চিদচিজ্জগৎপ্রাকট্য ঃ—

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৯। হে দ্বিজসকল, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরির অবতার—অসংখ্য।

২৫০। 'সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার'—এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপ বিচারিত হইল। এখন কৃষ্ণের শক্তি বিচারিত হইবে।

অনুভাষ্য

ইঁহারা প্রায় প্রতিকল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার'-নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'—অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস,—এই পাঁচ-মূর্ত্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার; আর কূর্ম্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অবতার।

২৪৬। গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ভাঃ ১০।৮৮।৩),—এই তিন মূর্ত্তি।

মন্বন্তরাবতার—(ভাঃ ৮ম স্কঃ, ১ম অঃ, ৫ম অঃ ও ১৩ অঃ)—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্‌সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু—এই চৌদ্দ মূর্ত্তির মধ্যে, 'যজ্ঞ' ও 'বামন' লীলাবতারও বটেন, সুতরাং ১২ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার; আবার এই চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার 'বৈভবাবস্থ' অবতার বলিয়াও কথিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫২-২৫৬। সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণের অনন্তশক্তি আছে, তন্মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি' ও 'জ্ঞানশক্তি'—সর্ব্বকার্য্যেরই এই তিনটী বিশেষ পরিচয় আছে; ইচ্ছাশক্তি-প্রধান—'কৃষ্ণ',

অনুভাষ্য

যুগাবতার—(১) সত্যে 'শুক্ল' (ভাঃ ১১।৫।২১), (২) ত্রেতায় 'রক্ত' (ভাঃ ১১।৫।২৪), (৩) দ্বাপরে 'শ্যাম' (ভাঃ ১১।৫।২৭), (৪) সাধারণ-কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ' এবং বিশেষ কলিতে 'পীতবর্ণ' (ভাঃ ১১।৫।৩২ ও ১০।৮।১৩ দ্রষ্টব্য)।

শক্ত্যাবেশাবতার—(ক) ভগবদাবেশ—কপিল ও ঋষভদেব; (খ) শক্ত্যাবেশ—১। বৈকুণ্ঠস্থ শেষ (স্ব-সেবনশক্তি), ২। অনন্ত (ভূধারণ-শক্তি), ৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), ৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি), ৫। নারদ (ভক্তিশক্তি), ৬। পৃথু (পালনশক্তি), ৭। পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি)—এই সপ্তমূর্ত্তি।

২৪৮। শাখাচন্দ্রন্যায়—ভূমিস্থিত সমতলে বৃক্ষশাখা নির্দ্দেশ করিয়া আকাশ-গোলস্থিত চন্দ্রের স্থান-নির্দ্দেশের ন্যায় দিক্‌-প্রদর্শন মাত্র। অবতারসমূহ লৌকিক দর্শনের গোচরীভূত হইলেও তাঁহারা মায়িক নহেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা—অন্বয়ভাবে অনুগত জীবেরই জ্ঞেয়, তর্কপন্থী লোকের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

২৪৯। শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রীসূত-গোস্বামী শ্রীহরির অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন করিয়া অবতারগণের অসংখ্যত্ব বলিতেছেন,—

সঙ্কর্ষণই আদিপুরুষ বা কারণশায়ী ও চিদ্‌বৈভব সত্তার কারণ ঃ—

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।

গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ ২৫৬ ॥

চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশিত ঃ—

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস ।

তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

অনন্তরূপী সঙ্কর্ষণ হইতে গোলোকধাম-প্রাকট্য—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।

তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২৫৮ ॥

সাংখ্যবাদ-নিরাস, সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণশক্তি-ক্ষুব্ধা জড়া মায়াই ক্রিয়াবতী হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী ঃ—

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।

জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২৫৯ ॥

জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ।

তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥ ২৬০ ॥

উপমা ঃ—

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।

লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥ ২৬১ ॥

রামকৃষ্ণই বিশ্বের একমাত্র জনক ও নিয়ামক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৩১)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥২৬২

প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রাকট্য বা অবতরণই অবতার ঃ—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।

সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২৬৩ ॥

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।

বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২৬৪ ॥

সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজবপনকারী আদি-পুরুষাবতার ঃ—

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ ।

পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।

সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৬৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্যাপারই হইয়া থাকে ; জ্ঞানশক্তিপ্রধান —'বাসুদেব' আর 'ক্রিয়াশক্তিপ্রধান—'সঙ্কর্ষণ'। এই তিনের ঐ তিনটী শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা 'সঙ্কর্ষণ' কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিদ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসরূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করিয়াছেন।

২৫৮। গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মপত্র ; তাহার কর্ণিকার তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব।

অনুভাষ্য

হে দ্বিজাঃ, অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়হীনাৎ) সরসঃ [সকাশাৎ] [যথা] কুল্যাঃ (স্বল্পপ্রবাহাঃ) সহস্রশঃ স্যুঃ (সম্ভবন্তি), তথা হি সত্ত্বনিধেঃ (সর্ব্বসত্ত্বাশ্রয়স্য বিশুদ্ধসত্ত্বসেবধেঃ) হরেঃ অসংখ্যেয়াঃ (গণনাতীতাঃ) অবতারাঃ।

২৫১। আদি, ৫ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৫৮। গোকুলাখ্যং মহৎপদং (তদ্রূপবৈভবশ্রেষ্ঠং ধাম)— সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদল-পদ্মমিব) ; তৎকর্ণিকারং (তৎ-পদ্মপুষ্পমধ্যম্ এব) তদ্ধাম (তস্য কৃষ্ণস্য ধাম) ; তৎ— অনন্তাংশসম্ভবং (বলদেবাংশজাতম্)।

২৫৯-২৬১। আদি, ৫ম পঃ ৬০-৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২। এই—রাম-কৃষ্ণ ; এই বিশ্বের বীজযোনিস্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত-ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

২৬২। কৃষ্ণের অনুরোধক্রমে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিরহজ শোক-লাঘবের জন্য মহাত্মা উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া বিশ্রাম করিলে পর নন্দ কৃষ্ণসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় নন্দ-যশোদার নিকট উদ্ধবের কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন,—

রামঃ মুকুন্দশ্চ ইতি এতৌ—বিশ্বস্য বীজযোনী (নিমিত্তো-পাদানে), পুরুষঃ (অংশঃ), প্রধানং (শক্তিঃ) [অতঃ প্রধান-পুরুষৌ অপি এতৌ এবেত্যর্থঃ,—এবমনয়োর্জনকত্বমুক্তম্] ; ইমৌ—পুরাণৌ (অনাদী, সনাতনৌ ; অতঃ) ভূতেষু অন্বীয় (অনুপ্রবিশ্য) [ভূতানাং তদুপহিতস্য] বিলক্ষণস্য (নানাভেদস্য) জ্ঞানস্য (জীবস্য) চ ঈশাতে (নিয়ন্তারৌ ভবতঃ, এবমনয়ো-র্নিয়ন্তৃত্বমপ্যুক্তম্)।

২৬৪। আদি, ৫ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। আদি, ৫ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৭। আদি, ৫ম পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১) স্বীয় বৈকুণ্ঠে শেষ-পর্য্যঙ্কে কারণার্ণব বা বিরজাশায়ী—প্রকৃতির অন্তর্যামী ব্রহ্মাণ্ড-কারণ-স্রষ্টা ঃ—

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন ।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম—জগৎকারণ ॥ ২৬৮ ॥

বিরজা ও কারণাব্ধির একপারে তুরীয় পরব্যোম বা চিদ্বৈভব বৈকুণ্ঠ, অপরপারে মায়াবিলাস বা অচিদ্বৈভব প্রাকৃত দেবীধাম ঃ—

কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি ।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৬৯ ॥

বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৭০

মায়ার দুইরূপে দ্বিবিধা বৃত্তি—(ক) প্রকৃতি ও (খ) প্রধানের কার্য্য ঃ—

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান' ।
'মায়া' নিমিত্তহেতু, 'প্রধান' বিশ্বের উপাদান ॥ ২৭১ ॥

প্রকৃতির প্রতি কারণোদশায়ীর ঈক্ষণ ঃ—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান ।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥ ২৭২ ॥

স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় প্রতীত ; সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকৃতিস্পর্শ ও প্রকৃতি-যোনিতে লোমকূপস্থ অনন্ত চিৎপরমাণু জীবশক্তি-নিধান ঃ—

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন ।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ ২৭৩ ॥

জীব ও তাহার ভোগায়তন ২৭টী তত্ত্বের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত ; প্রকৃতির আদি পরিণাম ও বিশ্বাঙ্কুর চিত্তরূপী 'মহত্তত্ত্বে'র উৎপত্তির কারণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।১৯)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৭৪ ॥

জীবশক্তির প্রাকট্য-ইতিহাস ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৬)—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭০। সেই বৈকুণ্ঠে রজস্তমঃ বা তাহাদের সহিত মিশ্রসত্ত্ব অথবা কালবিক্রম নাই এবং সেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা ; সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদ-ভক্তগণ বাস করেন।

২৭৪। সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজবীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

২৭৫। কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ায় বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজ (মহাবৈকুণ্ঠনাথ) আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা আদি-পুরুষদ্বারা বীর্য্য (চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীবশক্তি) আধান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

২৭০। 'শুদ্ধজীবাত্মার কিরূপে দেহসম্বন্ধ হয়?'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব তাঁহার নিকট, ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বজ্ঞান-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ বলিবার পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবদ্দর্শনার্থ ব্রহ্মার দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যাফলে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠের বর্ণন করিতেছেন,—

যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ, তমঃ, তয়োঃ মিশ্রং (তাভ্যাং যুক্তং) সত্ত্বং চ [ন প্রবর্ত্ততে, পরন্তু বিশুদ্ধমেব সত্ত্বং প্রবর্ত্ততে], কাল-বিক্রমঃ (নাশঃ চ ন প্রবর্ত্ততে), যত্র (বৈকুণ্ঠে) মায়া ন প্রবর্ত্ততে (নাস্তি), অপরে (মায়াসম্বন্ধিনঃ রাগ-লোভাদয়ঃ) ন [সন্তি ইতি] কিমুত (কিং বক্তব্যম্?) যত্র (বৈকুণ্ঠে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেব-দৈত্যৈঃ সর্ব্বৈঃ অপি পূজিতাঃ) হরেঃ অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ) [বর্ত্তন্তে]।

২৭১। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২-২৭৩। ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অঃ ১০-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২৭৪। দেবহূতি পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ কপিলদেব তাঁহাকে মহদাদি অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব বর্ণন-পূর্ব্বক তদধীশ-তত্ত্ব পুরুষাবতার ভগবান্ ও তাঁহা হইতে জীব-প্রাকট্য বর্ণন করিতেছেন,—

দৈবাৎ (কালাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাং তস্যাং) [স্বকীয়ায়াং] যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ ভগবান্ কারণার্ণবশায়ী) বীর্য্যং (জীবশক্তিম্) আধত্ত (আহিতবান্) ; সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত।

২৭৫। মহাত্মা বিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকট শ্রীহরির পুরুষাবতার-লীলা-কথা জিজ্ঞাসা করায় পুরুষাবতারের মায়া-দ্বারা-বিশ্বসৃষ্টি-বর্ণনপূর্ব্বক তাহা হইতে জীবসর্গোদ্ভব বর্ণন করিতেছেন,—

বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ মহাবৈকুণ্ঠ-

ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-চয়—মহত্তত্ত্ব হইতে 'অহঙ্কারত্রয়' ঃ—

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥ ২৭৬ ॥

২৮টী তত্ত্বযুক্ত অনন্তব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ঃ—

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥ ২৭৭ ॥

ইনিই মহত্তত্ত্ব-স্রষ্টা মহাবিষ্ণু ; ইঁহার লোমকূপেই অনন্ত চিৎপরমাণু-জীব ঃ—

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৮ ॥

তাঁহার নিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের 'সৃষ্টি', প্রশ্বাসে 'প্রলয়' ঃ—

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৯ ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব—মায়া-পার ॥ ২৮০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৮)—

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৮১ ॥

সমগ্র জীবশক্তি ও প্রকৃতির কারণরূপে তিনিই অনন্তকোটি ধামের মূলকর্ত্তা ঃ—

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী—সব জগতের স্বামী ॥ ২৮২ ॥

(২) প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ীর বর্ণন ঃ—

এইত কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮৩ ॥

কারণোদশায়ীই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থিত গর্ভোদশায়ী ঃ—

সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈকে-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥ ২৮৪ ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব—অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥ ২৮৫ ॥

গর্ভবারি প্রাকট্য, তথায় বৈকুণ্ঠে শেষশয্যায় শয়ন ঃ—

নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৮৬ ॥

চতুর্ম্মুখান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী হইতেই গুণাবতারের প্রাকট্য,—

(ক) জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি ঃ—

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ২৮৭ ॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥ ২৮৮ ॥

(খ) জগৎপালক বিষ্ণু-প্রাকট্য ; তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত ঃ—

'বিষ্ণু'-রূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৮৯ ॥

(গ) জগৎসংহারক রুদ্রের উৎপত্তি ঃ—

'রুদ্র'-রূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৬। ত্রিবিধ অহঙ্কার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস।

অনুভাষ্য

নাথঃ ভগবান্) আত্মভূতেন (স্বাংশেন) পুরুষেণ (প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃ-রূপেণ কারণাব্ধিশায়িনা) কালবৃত্ত্যা (নিমিত্তভূতয়া কালশক্ত্যা) গুণময্যাং (ক্ষুভিতগুণায়াং) মায়ায়াং বীর্য্যং (চিদাভাস-জীবাখ্য-শক্তিম্) আধত্ত (আদধৌ)।

২৭৬। চিত্তরূপে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—বাসুদেব (ভাঃ ৩।২৬।২১) ; মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে (১) বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় বা মন, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—অনিরুদ্ধ (ভাঃ ৩।২৬।২৭-২৮); (২) তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে 'বুদ্ধি' (যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—প্রদ্যুম্ন) এবং ইন্দ্রিয়গণ (ভাঃ ৩।২৬।৩০-৩১); (৩) তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে আকাশ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (ভাঃ ৩।২৬।৩২) ; এই অহঙ্কার-ত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব—সঙ্কর্ষণ (ভাঃ ৩।২৬।২৫)। সাংখ্যকারি-কায়—"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ—ভূতা-দেস্তন্মাত্রং স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্।" *

২৭৮। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত।

২৮১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৭। সদ্ম—গৃহ, নিকেতন আবাস।

২৮৯। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না ; বিষ্ণু—গুণাতীত বস্তু, তজ্জন্য মায়িক গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—

* *সাংখ্যকারিকায়—"বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার-রূপ একাদশটী ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হয় ; তৈজস অহঙ্কার হইতে ভূতাদির তন্মাত্র ও সেই তামস অহঙ্কার উভয় প্রকাশিত হয়।*

তিনটী গুণাবতারে ত্রিবিধ অধিকার-ভার ন্যস্ত ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥ ২৯১ ॥

হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী এই গর্ভোদশায়ীই ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় ঃ—

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥ ২৯২ ॥

তিনিও স্বয়ং মায়াধীশ তত্ত্ব ঃ—

এই ত' দ্বিতীয়-পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার ॥ ২৯৩ ॥

(৩) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু ঃ—

তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার' ।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯৪ ॥

তিনিই সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ বিরাট্ বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক ঃ—

বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী ।
ক্ষীরোদকশায়ী, তেঁহো—পালনকর্ত্তা, স্বামী ॥ ২৯৫ ॥

(খ) লীলাবতার-বর্ণন ঃ—

পুরুষাবতারের এই কৈলুঁ নিরূপণ ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥ ২৯৬ ॥

অসংখ্য লীলাবতারের মধ্যে ২৫ মূর্ত্তিই মুখ্য ঃ—

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৯৭ ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন ॥ ২৯৮ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৪০)—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ২৯৯ ॥

(গ) গুণাবতারত্রয়-বর্ণন ঃ—

লীলাবতারের কৈলুঁ দিগ্‌দরশন ।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ৩০০ ॥

তিনজন—তিনটী কার্য্যের কর্ত্তা ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার ।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ॥ ৩০১ ॥

(১) রজোগুণে ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজব্রহ্মত্ব, কখনও তদভাবে গর্ভোদশায়ীরই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মত্ব ঃ—

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥ ৩০২ ॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি' ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

২৯৯। মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক ; হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি, হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।

অনুভাষ্য

মায়ার অধীন, কিন্তু বিষ্ণু তাদৃশ নহেন ; যেহেতু, "মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।"

২৯২। "সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি ঋক্‌সূক্ত।

২৯৯। কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা অসুর-নিধনের জন্য স্তব করিতেছেন,—

হে ঈশ, ত্বং মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহ-হংসরাজন্য-বিপ্রবিবুধেষু (মৎস্য-হয়গ্রীব-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-দাশরথি-পরশুরাম-বামনাদিষু) [কলারূপেণ] কৃতাবতারঃ সন্ (রূপাণি প্রকাশ্য অবতারান্ প্রকটয়ন্, অবতীর্ণঃ সন্) নঃ (অস্মান্ দেবান্) ত্রিভুবনং (ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালান্ বা লোকত্রয়ান্) চ (অন্যদা যথা) পাসি (রক্ষয়সি), তথা অধুনা [অপি] ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ (অধর্ম্মং) হর (নাশয়, অস্মান্ পাহীত্যর্থঃ) ; (অতঃ) হে যদূত্তম, (যদুকুলশ্রেষ্ঠ,) তে (তুভ্যং) বন্দনং [কূর্ম্মঃ ইতি বয়ং সর্ব্বে ত্বাং শিরোভিঃ প্রণমামঃ]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০১-৩০৩। সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার বিষ্ণু—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটী গুণাবতার প্রকাশ করেন ; তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্র-পুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া, তাঁহাতে নিজশক্তি সঞ্চার করত 'ব্রহ্মারূপে' ব্যষ্টি-সৃষ্টি করেন।

অনুভাষ্য

৩০১। ত্রিগুণ অঙ্গীকরি',—রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয় অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ স্বীকারপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয় ॥ ৩০৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥ ৩০৬ ॥

(২) তমোগুণে রুদ্র ; মায়াসঙ্গিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রত্ব ঃ—

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥ ৩০৭ ॥

কৃষ্ণের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ঈশ্বর-কোটি হইয়াও রুদ্র—মায়াসঙ্গবিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব ঃ—

মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ' ॥ ৩০৮ ॥

রুদ্রের ভেদাভেদপ্রকাশত্বের উপমা—দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত ঃ—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য ঃ—

'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ ॥ ৩১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৪। সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধানপূর্ব্বক 'ব্রহ্মা' হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

৩০৭-৩০৮। নিজ অংশ-কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করত সংহারের উদ্দেশ্যে মায়াসঙ্গে 'রুদ্র'রূপ ধারণ করেন। মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভেদাভেদপ্রকাশরূপ তত্ত্ব ; সুতরাং তিনি জীবতত্ত্ব-মধ্যে পরিগণিত হন, কৃষ্ণের 'স্বরূপ' হন না।

৩১০। বিকারবিশেষ-যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

প্রলয়াদি ব্যবহারোদ্দেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই তিন গুণাবতার।

৩০৪। যথা ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) নিজেষু (নিত্য-স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু) অশ্মসকলেষু অপি (সূর্য্যকান্তাখ্যেষু) স্বীয়ং কিয়ত্তেজঃ (কিঞ্চিৎ প্রভাবং) প্রকটয়তি, তদ্বৎ যঃ এষঃ পুরুষঃ (গর্ভোদশায়ী) অত্র (ব্রহ্মাণ্ডে) ব্রহ্মা (সন্) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা,) তং আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৩০৫। কল্প—ব্রহ্মায়ুকাল, ব্রহ্মার শতবর্ষ-স্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যুগে ৪৩২০০০০০০০ সৌরবর্ষে মানবের 'কল্প' অর্থাৎ ব্রহ্মদিন। তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মবর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

৩০৬। আদি, ৫ম পঃ ১৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। কৃষ্ণ নিজ সঙ্কর্ষণরূপের অংশ কারণার্ণবশায়ীর কলা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়া তমোগুণ গ্রহণ করিয়া জগৎ-সংহারের জন্য গুণাবতার রুদ্ররূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও তাঁহার মায়াধীনতা সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেইখানে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব ; তাহাতে মায়ার সংযোগ আছে। শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণুমায়ার অভিভাব্য।

৩০৮-৩০৯। রুদ্র—বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদতত্ত্ব ; মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর সহিত 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহ কখনও ভিন্ন নহেন, কিন্তু মায়াবশে শিব ও ব্রহ্মাদি—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপ—গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র—বিকারবিশিষ্ট ভেদাভেদপ্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপে অন্তরিত হওয়ায়, ঐ দধি দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও কখনই দুগ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

৩১০। ক্ষীরং (দুগ্ধং) যথা বিকারবিশেষযোগাৎ (অম্ল-

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্ব্বদা গুণমায়া-মিলিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৩, ৫)—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩১২ ॥

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব ঃ—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

(৩) সত্ত্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা ঃ—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত, তাতে গুণমায়া-পার ॥ ৩১৪ ॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥

দীপের দৃষ্টান্ত ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৬)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১৬ ॥

ব্রহ্মা ও শিব—বশ্য-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি ; বিষ্ণু—ঈশ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি ঃ—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৩১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১২। বৈকারিক, তৈজস ও তামস,—এই তিনপ্রকার অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।

৩১৩। শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ ; তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা ; তাঁহাকে ভজন করিলে, জীব নির্গুণ হয়।

৩১৪-৩১৫। ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হইয়াও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়াও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার হইলেও তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বগুণদর্শনে তাঁহাকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু—অংশ, কৃষ্ণ—তাঁহার অংশী ; অতএব কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণু—স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

৩১৬। দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদি-পুরুষ গোবিন্দ 'বিষ্ণু' হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

সংযোগেন) দধি সংজায়তে (দধিরূপেণ পরিণমতে), ততঃ হেতোঃ (ক্ষীরাৎ অপি তু) ন পৃথক্ (ভিন্নম্) অস্তি ; তথা কার্য্যাৎ (প্রাকৃত-বিশ্বসংহারার্থং গুণমায়াসঙ্গজ-বিকারাৎ) যঃ পুরুষঃ (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ) শম্ভুতাং (রুদ্রত্বম্) অপি সমুপৈতি (গৃহ্নাতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজে।

৩১১। ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিগুণাতীত ও স্বীয় মায়ার অনভি-ভাব্য স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বস্তু। শিব স্বরূপতঃ ভাগবত হইয়াও ত্রিগুণের অন্যতম তমো-গুণাধীশ হইয়া মায়াসম্বন্ধযুক্ত এবং মায়াশক্তির সঙ্গবলে তৎসংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণুতে মায়ার অস্তিত্ব নাই ; মায়ার অস্তিত্বানুভূতিতেই শিবের সত্তা, সুতরাং রুদ্র বিষ্ণুতত্ত্ব না হইয়া মায়ার সংপৃক্ত তত্ত্ববিশেষ। নিজের ভাগবত-সত্তানুভূতিতে শিবের মায়াপতিত্ব বা মায়াভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি বিগত হইলেই তাঁহার হরিজনত্ব প্রকটিত।

৩১২। রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসকগণের বিরুদ্ধগতি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের নিম্নলিখিত উক্তিদ্বয়—

শিবঃ শশ্বৎ (নিত্যং) শক্তিযুতঃ (স্বেচ্ছা-গৃহীতয়া গুণ-সাম্যাবস্থয়া মায়াশক্ত্যা সমন্বিতঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ ইতি অহং (অহঙ্কার-তত্ত্বং)—ত্রিধা (অন্যো-ঽন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (গুণত্রয়োপাধিবিশিষ্টঃ) গুণসংবৃতঃ (প্রকটৈশ্চ সদ্ভিঃ তৈঃ গুণৈঃ দূরতঃ সংবৃতঃ তদধিষ্ঠাতা)।

৩১৩। হরিঃ হি (খলু) প্রকৃতে পরঃ (ন তু ব্রহ্মশিবাদিবৎ প্রাকৃতগুণমিশ্রঃ, অধোক্ষজত্বাৎ) সাক্ষাৎ (অনাবৃতঃ) নির্গুণঃ (সঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ) পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) ; সঃ (হরিঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বেষাং ব্রহ্মশিবাদীনাং দৃক্ মোক্ষহেতুর্জ্ঞানং যস্মাৎ সঃ, সর্ব্বং পশ্যতীতি বা, অতঃ) উপদ্রষ্টা (সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি, মুক্তগম্যঃ, আদিসাক্ষী বা অতঃ) তং (হরিং) ভজন্ নির্গুণো (স্বরূপস্থঃ) ভবেৎ।

৩১৬। [যতঃ] হি দীপার্চ্চিঃ (প্রদীপশিখা) এব দশান্তরং (মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া অন্যদীপম্) অভ্যুপেত্য বিবৃত-হেতুসমানধর্ম্মা (প্রাকট্য-কারণ-মূলদীপেন সহ সমধর্ম্মযুক্তঃ অর্থাৎ জ্যোতীরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সমঃ) দীপায়তে (ভাতি), তাদৃক্ এব যঃ পুরুষঃ হি বিষ্ণুতয়া (গর্ভোদশায়িনঃ বিলাসরূপ-ক্ষীরোদশায়িত্বেন) চ বিভাতি (দীব্যতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১৮ ॥

(ঘ) মন্বন্তরাবতার বর্ণন ঃ—

মন্বন্তরাবতার এবে, শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তাঁর, শুনহ কারণ ॥ ৩১৯ ॥

মন্বন্তরাবতারের কাল ঃ—

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
এ চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩২০ ॥

সংখ্যা-নির্দ্দেশ ঃ—

চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥ ৩২১ ॥
শতেক বৎসর হয় 'জীবন' ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২২ ॥

কারণাব্ধিশায়ীর নিশ্বাস-ত্যাগ হইতে প্রশ্বাস-গ্রহণ-কাল
পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুঃ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণু একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২৩ ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত ॥ ৩২৪ ॥

চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের নাম ঃ—

স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥ ৩২৫ ॥
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥৩২৬॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্‌সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥৩২৭॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এক চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥ ৩২৮ ॥

(ঙ) যুগাবতার-বর্ণন ঃ—

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥ ৩২৯ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৩৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—হরির নিয়োগমতেই আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব নাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।

৩২০। মন্বন্তরাবতার—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ এবং একবৎসরে (৩৬০ দিনে) ৫০৪০ অবতার ; ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার।

৩২৫। স্বায়ম্ভুবে—স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে যজ্ঞ-অবতার, স্বারোচিষ-মন্বন্তরে 'বিভু' ইত্যাদি ১৪ টী মন্বন্তরে ১৪ টী অবতার।

অনুভাষ্য

৩১৭। পালনশক্তিধৃক্ বিষ্ণু কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন ; তিনি —কৃষ্ণস্বরূপই বটেন, পরন্তু ব্রহ্মা বা শিব—তাঁহার আজ্ঞাকারী ভক্তাবতার ভৃত্য।

৩১৮। দেবর্ষি নারদ স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহারও আরাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব পরমাত্মা শ্রীহরির সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করায়, ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণনানন্তর অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অহং (ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তেন প্রয়োজিতঃ সন্ তস্য হরেঃ অনুজ্ঞয়া বিশ্বং) সৃজামি ; হরঃ (শিবঃ) তদ্বশঃ (তন্নিযুক্তঃ সন্ তস্য হরেরনুজ্ঞয়া বিশ্বং) হরতি (বিনাশয়তি) ; ত্রিশক্তিধৃক্ (ত্রিশক্তিঃ ত্রিগুণ-মায়াশক্তিঃ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থাশক্তিঃ বা, তাং ধরতি যঃ সঃ ঈশ্বরঃ স্বয়ম্ এব) পুরুষরূপেণ (ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুরূপেণ) পরিপাতি (পালয়তি)।

৩১৯। মন্বন্তরাবতার—আদি, ২য় পঃ ৯৭ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহভাষ্য এবং আদি ৩য় পঃ ৭-৯ সংখ্যার অনুভাষ্য ও মধ্য ২০শ পঃ ২৪৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩২৮। মনুগণ—যথা, (১) স্বায়ম্ভুব—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র ; (২) স্বারোচিষ—স্বরোচিঃ বা অগ্নির পুত্র ; (৩) উত্তম—প্রিয়ব্রতের পুত্র ; (৪) তামস—উত্তমের ভ্রাতা ; (৫) রৈবত—তামসের সহোদর ; (৬) চাক্ষুষ—চক্ষুর পুত্র ; (৭) বৈবস্বত—বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র ; (৮) সাবর্ণি—সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভজাত পুত্র ; (৯) দক্ষসাবর্ণি—বরুণপুত্র ; (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি —উপশ্লোকের পুত্র ; রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণির নামান্তর রুদ্রপুত্র, রৌচ্য ও ভৌত্যক।

৩৩০। সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ যুগাবতার, ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ যুগাবতার, দ্বাপরযুগে—কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার এবং কলিযুগে—পীতবর্ণ যুগাবতার ; এই চারিপ্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ যুগাবতার-ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৩১ ॥

সত্যে ব্রহ্মচারিবেষী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ এবং ত্রেতায় রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ ঃ—

সত্যযুগে ধ্যান-কর্ম্ম করায় 'শুক্ল'-মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ-'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'-বর্ণ ধরি' ॥ ৩৩৩ ॥

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
'কৃষ্ণ'-বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥ ৩৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭, ২৯)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৩৫ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ ৩৩৭ ॥

কলিযুগে পীতবর্ণ নাম-প্রেম-প্রচারক দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'পীত'-বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ৩৩৮ ॥

কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণই অবতারিরূপে অবতীর্ণ ঃ—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৩৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪০ ॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ঃ—

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪১ ॥

কলিযুগের প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১-৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩২। কর্দ্দম—প্রজাপতি, যিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন এবং যাঁহার পুত্র—কপিলদেব। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৩৩৬। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৩৩১। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩২। (ভাঃ ১১।৫।২১)—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষাম্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্।।"* এবং ভাঃ ৩।২১।১৬, ৩৫, ৫১, ৩।২২।১৯, ৩।২৩।২৩, ৫।১০।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৩। (ভাঃ ১১।৫।২৪)—"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।"✦ ভাঃ ১১।৫।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্যাম—অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ বর্ণ। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার ঘটে না ; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪২-৩৪৩। হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহৎ গুণ আছে ; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ

অনুভাষ্য

ভগবান্ শুকপত্র-বর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়।

৩৩৬। কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করিয়া কোন্ বিধি-দ্বারা ভগবান্ পূজিত হন?'—বিদেহরাজ নিমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি দ্বাপরযুগের অবতারের প্রণাম-মন্ত্র বলিতেছেন,—

[চতুর্ব্ব্যূহাত্মকস্য ভগবতঃ নামান্যাহ—] ভগবতে বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ ; সঙ্কর্ষণায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তুভ্যং নমঃ।

৩৩৮। কৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের সহিত লোকসমূহকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদান করিলেন।

৩৪০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

* *সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।*

✦ *ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশ-বিশিষ্ট, বেদত্রয়-প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্-স্রুব (যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্র-বিশেষ) প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।*

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭), পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (৭২।২৫),
বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৩৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৪৫ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥ ৩৪৬ ॥

গৌরলীলা-তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণভজন-চতুর সনাতন ঃ—

চারিযুগাবতারে এই ত' গণন ।"
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রভুর অবতারোদ্দেশ্য
নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ ৩৪৮ ॥

"অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার ।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ??" ৩৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কলিযুগাবতার-পরিচয়-প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি ।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥ ৩৫০ ॥

শাস্ত্রালোকেই ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ' ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥ ৩৫১ ॥

পরোক্ষবাদই অবতারের প্রিয় ; লক্ষণদ্বারা
তত্ত্বকোবিদগণের বস্তু-নির্দ্দেশ ঃ—

অবতার নাহি কহে,—'আমি অবতার' ।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥ ৩৫২ ॥

জীবের দুঃসাধ্য ও অপরিমেয়-বীর্য্যদ্বারা বিষ্ণুত্বের উপলব্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩৪)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে-সব ফল লাভ হয়।

৩৪৫। গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্ব স্বার্থলাভ হয়।

৩৫৩। প্রাকৃত-শরীরহীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য ; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

অনুভাষ্য

৩৪২। পরীক্ষিৎ পাপময় কলিযুগে মানবের ধর্ম্ম ও অনর্থ-নাশের উপায় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-ধর্ম্ম-বর্ণনানন্তর কলিযুগের অসংখ্য দোষ বলিয়া অধ্যায়-শেষে উহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে রাজন্, দোষনিধেঃ (দোষাণাং আধারস্য অপি) কলেঃ (কলিযুগস্য) একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি ; হি (যতঃ) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরেঃ তদীয়ানাং চ নামরূপগুণলীলানুবাদাৎ) এব মুক্তসঙ্গঃ (অন্যাভিলাষবর্জ্জিতঃ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতঃ চ সন্) পরং (পঞ্চম-পুরুষার্থং কৃষ্ণপ্রেম) ব্রজেৎ (লভেৎ)।

৩৪৩। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (হরিধ্যানপরস্য জনস্য), ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) যজতঃ (বৈদিকবিধানেন অনুষ্ঠানবতঃ জনস্য), দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেন অর্চ্চনায়াং) [যৎ ফলং লব্ধং] তৎ (সর্ব্বং) কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ এব [প্রাপ্নোতি]।

৩৪৪। কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যানানুষ্ঠানেন), ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ যজন্ (যজ্ঞেশ্বরং পরিতোষয়ন্), দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ (শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং পূজয়ন্) যৎ (ফলম্) আপ্নোতি (লভতে) কলৌ কেশবং সঙ্কীর্ত্ত্য (বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তয়ন্) তৎ [সর্ব্বম্ এব ভগবত্তোষণরূপ-ফলম্] আপ্নোতি।

৩৪৫। বিদেহরাজ নিমি 'কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক কি কি বিধিদ্বারা শ্রীভগবান্ পূজিত হন?'—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি কলিযুগে ভাবী অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণামপূর্ব্বক কলিযুগের গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যত্র (কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন (কীর্ত্তনাখ্য-ভক্ত্যনুষ্ঠানেন) এব সর্ব্বঃ স্বার্থঃ (সর্ব্বপুরুষার্থঃ) অভিলভ্যতে (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্যতে) [অতঃ ইতি] গুণজ্ঞাঃ (কলের্গুণং জানন্তি যে তে) আর্য্যাঃ (মহাত্মানঃ) সারভাগিনঃ (গুণাংশগ্রাহিণঃ) [তং] কলিং সভাজয়ন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের সংজ্ঞা ঃ—

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৪ ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) শ্লোকের মঙ্গলাচরণ-প্রারম্ভে স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিরূপণ ঃ—

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৫৭ ॥

ঐ ১ম শ্লোকে পরমেশ্বরের (১) স্বরূপ-লক্ষণ ঃ—

এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ৩৫৮ ॥

(২) তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ৩৫৯ ॥
এইসব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৬০ ॥

দেশিকগণের উক্ত লক্ষণদ্বয়-দ্বারাই সর্ব্ব-অবতার-নির্ণয় ঃ—

অবতারকালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥" ৩৬১ ॥

ভজনচতুর ভক্তের নিকট ভগবানের গুপ্ত স্বভাব ব্যক্ত ঃ—

সনাতন কহে,—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬২ ॥

প্রভুদ্বারা প্রভুর লীলা-ব্যাখ্যা-শ্রবণে অভিলাষ ঃ—

কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ৩৬৩ ॥

ভক্তের জয়, ভগবানের পরাজয় ঃ—

প্রভু কহে,—"চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৪ ॥

কৃষ্ণের ষড়্বিধ বিলাসের ও ত্রিবিধ রূপের অন্যতম (গ) শক্ত্যাবেশাবতার-বর্ণন ঃ—

শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৫ ॥

দ্বিবিধ শক্ত্যাবেশ—সাক্ষাৎশক্ত্যাবিষ্ট মুখ্য-'অবতার' ও শক্ত্যাভাসাবিষ্ট গৌণ-'বিভূতি' সংজ্ঞা ঃ—

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥৩৬৬॥

(১) মুখ্যাবেশাবতারগণের নাম ঃ—

'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥ ৩৬৭ ॥
বৈকুণ্ঠে '[illegible]ষ'—ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩৬৮ ॥

মুখ্যশক্তিভেদে মুখ্যাবেশাবতারগণ ঃ—

সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি ॥ ৩৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫৫। আকৃতি—আকার; প্রকৃতি—স্বভাব; স্বরূপ—মূর্ত্তি; স্বরূপলক্ষণ—সেই বিগ্রহের ব্যবহার; তটস্থ লক্ষণ—কার্য্যদ্বারা জ্ঞান।

৩৬৬। শক্ত্যাবেশ—গৌণ ও মুখ্যভেদে দুইপ্রকার; যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার,—তিনি মুখ্যশক্ত্যাবেশ-অবতার এবং যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণশক্ত্যাবেশ-অবতার।

অনুভাষ্য

৩৫৩। কৃষ্ণ কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলে, কুবেরের সেই নলকূবর ও মণিগ্রীব-নামক পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

দেহিষু (জীবেষু) অসঙ্গৈঃ (দুষ্প্রাপ্যৈঃ) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (নাস্তি তুল্যম্ অতিশয়ম্ আধিক্যং যেভ্যঃ তৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ (বিভবৈঃ) শরীরিষু (প্রপঞ্চে দেহিষু জীবেষু মধ্যে) অশরীরিণঃ (প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিতস্য অপি) যস্য (তব) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে।

৩৫৫। আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্বরূপ,—এই তিনটীই 'স্বরূপ' বা 'মুখ্য' লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই 'তটস্থ' বা 'গৌণ' লক্ষণ।

৩৫৬। ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে 'সত্যং' ও 'পরং' শব্দদ্বয়ে স্বরূপ-লক্ষণ এবং বিশ্ব-সৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান-প্রকটন ও অর্থাভিজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৫৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬২। কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার, তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সঙ্কীর্ত্তন-কার্য্য।

৩৬৪। চতুরালি—কৌশলে মনোগত অভিপ্রায়-স্থাপন, নৈপুণ্য-প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশ।

শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ-বীর্য্যসঞ্চারণ' ॥ ৩৭০ ॥

আবেশাবতারের সংজ্ঞা ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।১।১৮) আবেশপ্রকরণে—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৩৭১ ॥

(২) গীতায় বিভূতির বর্ণন ঃ—

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥ ৩৭২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪১-৪২)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৩৭৩ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৩৭৪ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্বিধ বিলাসমধ্যে অবশিষ্ট দ্বিবিধ বয়োধর্ম্মি-রূপে লীলা ঃ—

এইত' কহিলুঁ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৫ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রকটন ঃ—

কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৬ ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥ ৩৭৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১৬৩)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৩৭৮ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণে সেই বিচিত্রা নবনবায়মানা চিন্ময়ী লীলা ঃ—

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩৭৯ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩৮০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার দৃষ্টান্ত—যেন নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারা ঃ—

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে-সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭০। শেষে স্ব-সেবনশক্তি—শেষরূপী ভগবদবতারে স্বীয় সেবারূপ শক্তি অর্পিত হইয়াছে।

৩৭১। জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' বলিয়া গণিত হন।

৩৭৩। যে-সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভব বলিয়া জান।

অনুভাষ্য

৩৭১। যত্র (মহত্তমেষু জীবেষু) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞান-ভক্তি-সৃষ্টি-সেবন-পালন-ধারণ-বিনাশনাদি-ভাগেন) জনার্দ্দনঃ আবিষ্টঃ, তে মহত্তমাঃ জীবাঃ এব 'আবেশাঃ' (আবেশাবতারাঃ) নিগদ্যন্তে (কথ্যন্তে)।

৩৭২। ভাঃ ২।৭।৩৯ শ্লোকে মায়া-বিভূতিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৩৭৩। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্) ঊর্জ্জিতং (বলপ্রভাবাদিনা গুণেনাতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং (প্রাকৃতং বস্তু) ভবতি, তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাবকলয়া সিদ্ধং প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ ইতি) ত্বম্ অবগচ্ছ (জানীহি)।

৩৭৪। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭৮। বয়সঃ বিবিধত্বে (বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাদিপ্রকার-ভেদে) অপি অত্র সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ নিত্যলীলাবিলাসবান্ কিশোরঃ এব ধর্ম্মী (সর্ব্ববয়ো-ধর্ম্মবিশিষ্টঃ পূর্ণতমঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭৮। নিত্যলীলাবিলাসবান্ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

৩৭৯-৩৯৫। কৃষ্ণের লীলা—নিত্যপ্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া, প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয়-ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। ইহার উদাহরণ সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। জীবজ্ঞানে সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র-ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-

কিশোর কৃষ্ণেরই ব্রজলীলা ঃ—

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা প্রাপ্তি ।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ ৩৮২ ॥

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা ঃ—

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥ ৩৮৩ ॥

জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্ত ঃ—

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে ।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ ৩৮৪ ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে ।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৫ ॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥ ৩৮৬ ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয় ।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ ৩৮৭ ॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয় ।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ ৩৮৮ ॥

১৪ মন্বন্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবতার-লীলা ঃ—

ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩৮৯ ॥

কৃষ্ণপ্রকটলীলা-কাল ঃ—

সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥ ৩৯০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার উপমা—যেন, অলাতচক্র-ভ্রমণ ঃ—

অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে ।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩৯১ ॥

জন্ম হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত লীলা ঃ—

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ ।
পূতনা বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩৯২ ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটী না একটী লীলা বর্ত্তমান, এজন্য লীলার 'নিত্যতা' ঃ—

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥ ৩৯৩ ॥

সঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব সমস্ত বিষ্ণুধামই বিষ্ণুসম ও হরির সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ঃ—

গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম ।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৯৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসমূহে অবতারীর সহিত তদীয় গোলোক-ধামও অবতীর্ণ ঃ—

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার ।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ ৩৯৫ ॥

অনুভাষ্য

কৈশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য-প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এক-কালে নিত্যপ্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা' ; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য ; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয় ; অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যলীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন ; গোলোকের নিত্যবিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

৩৯৩-৩৯৫। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তৎকৃত 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় প্রকাশে উজ্জ্বলনীলমণির 'তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অনুরাগৌঘং রাগানুগাভজনৌৎকণ্ঠ্যং, ন ত্বনুরাগস্থায়িনং, সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ। ব্রজেঽভবন্নিতি অবতারসময়ে নিত্যপ্রিয়াদ্যা যথা আবির্ভবন্তি, তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। ততশ্চ গোপিকাদেহে উৎপদ্যন্তে, পূর্ব্বজন্মনি সাধকদেহে তেষাং (স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবানাম্) উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ** সাধক-দেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় ** চিদানন্দ-ময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে। সৈব তনুর্যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিবারপ্রাদুর্ভাবসময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি ; প্রকটলীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্যং, তত্রৈ-বাস্যামেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহভঙ্গসমকালে-ঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তাঃ, মা ভৈষ্ট, সুস্থিরাস্তিষ্ঠত, স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্যঃ ইতি। *

* *"তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্।" অর্থাৎ 'যাঁহারা ব্রজবাসিগণের বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হইয়া সাধনরত, তাঁহারা উৎকণ্ঠার অনুরূপ তদ্‌যোগ্য অনুরাগরাশি লাভ করিয়া একাকী*

ব্রজে কৃষ্ণ—পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণবিগ্রহ-রূপে প্রকাশিত ঃ—

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥ ৩৯৬ ॥

গোস্বামি-বচন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২২১-২২৩)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৭ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৩৯৮ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥ ৩৯৯ ॥

এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম ॥ ৪০০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার অতিসংক্ষেপে বর্ণিত ; স্বয়ং শেষেরও উহার সম্যক্ কীর্ত্তনে অসামর্থ্য ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০১ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্য ; শাখাচন্দ্র-ন্যায়াবলম্বনে বর্ণিত ঃ—

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥" ৪০২ ॥

কৃষ্ণস্বরূপ-কীর্ত্তন-শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান-স্ফূর্ত্তি-লাভ ঃ—

ইহা যেই শুনে, পড়ে, সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯৭। শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম,—এই তিনপ্রকার।

৩৯৮। অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ ; সর্ব্বগুণের স্বল্প-প্রকাশক হরি—পূর্ণতর ; আর যাঁহাতে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম ; পণ্ডিতেরা ইহা কীর্ত্তন করেন।

৩৯৯। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩৯৬। কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা-পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণতর' এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণ'।

৩৯৭। নাট্যে (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ যঃ [কীর্ত্তিতঃ, সঃ] হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ।

৩৯৮। প্রকাশিতাখিলগুণঃ (প্রকাশিতাঃ অখিলাঃ গুণাঃ যস্মিন্ সঃ, প্রকটিত-সমগ্রগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতমঃ ; সর্ব্বব্যঞ্জকঃ (স্বল্প-প্রকটিত-সর্ব্বগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতরঃ ; অল্পদর্শকঃ (প্রকটিত-স্বল্পগুণঃ হরিঃ) পূর্ণঃ ইতি বুধৈঃ স্মৃতঃ।

৩৯৯। গোকুলান্তরে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ; দ্বারকা-মথুরাদিষু পূর্ণতরতা ; [পরব্যোমে] পূর্ণতা ব্যক্তাভূৎ।

৪০০। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে—'পূর্ণতম' প্রকাশ, দ্বারকানাথ-মথুরেশে 'পূর্ণতর' প্রকাশ এবং বৈকুণ্ঠনাথে—'পূর্ণ' প্রকাশ।

৪০২। শাখাচন্দ্র-ন্যায়—মধ্য, ২০শ পঃ ২৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

*অথবা দুই-তিন জন একত্রে সময়ে সময়ে ব্রজভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' এস্থলে 'অনুরাগৌঘং' অর্থাৎ রাগানুগ-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা—স্থায়িভাবগত অনুরাগ নহে, যেহেতু সাধকদেহে অনুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব। 'ব্রজেঽভবন্'—ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে নিত্যপ্রিয়াগণ যেরূপ আবির্ভূত হন, তদ্রূপ সাধনসিদ্ধগণও গোপী-গর্ভে আবির্ভূত হন। তদনন্তর (নিত্যসিদ্ধাগণের সঙ্গ-মহিমাবশতঃ) উক্ত গোপীদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাবসমূহ উৎপাদিত হয়, যেহেতু পূর্ব্বজন্মে (উক্ত সাধকদেহে) উঁহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। * * সাধকদেহের ভঙ্গকালেই সেই প্রেমবান্ ভক্তকে চিদানন্দময় গোপীদেহ প্রদান করা হয়। সেই সিদ্ধদেহই যোগমায়া বৃন্দাবনীয় লীলার 'প্রকট'প্রকাশকালে কৃষ্ণপরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে গোপীগর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এইস্থলে কালবিলম্বের গন্ধমাত্রও নাই, যেহেতু প্রকটলীলারও বিচ্ছেদ নাই। যে-ব্রহ্মাণ্ডেই তদানীং বৃন্দাবনীয় লীলার প্রাকট্য ঘটিয়া থাকে, সেই ব্রজভূমিতেই গোপীগর্ভে সাধনসিদ্ধগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সাধক-প্রেমিভক্তের দেহভঙ্গ-কালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অতএব, হে মহানুরাগী উৎকণ্ঠাযুক্ত ভক্তগণ! ভীত হইবেন না, সুস্থির হউন্, আপনাদের কল্যাণ নিশ্চিত।*